মূল্য ঃ ৭.০০ টাকা মাত্র

গৌড়ীয় মিশন হইতে প্রকাশিত

শ্রীভক্তি-পত্র

পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

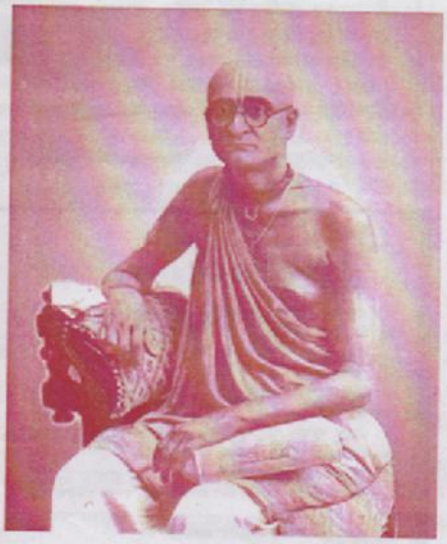

নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস
১০৮ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ

৫৭ বর্ষ ❀ ৬ষ্ঠ সংখ্যা ❀ পৌষীপূর্ণিমা সংখ্যা ❀ পৌষ, ১৪২৬ ❀ জানুয়ারী, ২০২০

গৌড়ীয় মিশনের শুদ্ধ ভক্তি-মঠ ও প্রতিষ্ঠান সমূহ

১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ (রেজিঃ হেড অফিস) বাগবাজার কলকাতা-৩ ফোঃ 2554-4155, 9903615586, 9804417544
e-mail :- gaudiya@gaudiyamission.org
visit us : www.gaudiyamission.org
২। শ্রীবৃহদ্-মৃদঙ্গ ভাগবত যন্ত্রালয়, ৩। গৌড়ীয় মিশন পরাবিদ্যাপীঠ রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট, ৪। গৌড়ীয় মিশন গ্রন্থ মন্দির,
৫। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য চিকিৎসালয়,
৬। শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠ, গোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া-741315, ফোনঃ-034722-48218,
৭। শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গ্রন্থ মন্দির,
৮। শ্রীকুঞ্জকুটীর, বেলেডাঙ্গার মোড়, পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া-741101 ফোনঃ-9239880075, 7602817814
৯। শ্রী প্রপন্নাশ্রম মঠ, পোঃ আমলাজোড়া, বর্দ্ধমান-713212 ফোনঃ-7872527822, 6294414862
১০। শ্রীভাগবত-জনানন্দ মঠ, চিরুলিয়া, পোঃ মহেশপুর, মেদিনীপুর (পূর্ব), পিন-৭২১৪৫২, মো ঃ 7602997685, 9903065262
১১। শ্রীভাগবত আশ্রম, কুলুশীর্ষা, কুড়মিঠা, বীরভূম (পঃবঃ)
১২। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, চটক পর্বত, গৌরবাটসাহী পোঃ পুরী-752001 (উড়িষ্যা), মো ঃ 09861369417
১৩। আর্তাশ্রম, পুরী, ১৪। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য ঔষধালয়, ঐ
১৫। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, গৌড়ীয় মিশন রোড, উড়িয়া বাজার, কটক-753001 ফোন ঃ-2420432 STD 0671
১৬। পরমার্থী প্রিন্টিং প্রেস, ঐ
১৭। শ্রী ব্রহ্ম গৌড়ীয় মঠ, আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী, পিন-752011 মোঃ 09937355847/ 07873515784
১৮। আর্তাশ্রম, আলালনাথ, ঐ
১৯। শ্রী চৈতন্যপাদপীঠ, যাজপুর, পোঃ যাজপুর উড়িষ্যা
২০। শ্রীমাধবেন্দ্র গৌড়ীয় মঠ, রেমুণা, বালেশ্বর-756019 উড়িষ্যা মো ঃ 096920 22603
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পথ, মিঠাপুর, পাটনা-800001 (বিহার), ফোন-0612-2200854 ফোন-9199547795
২২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গৌতমবুদ্ধ রোড, গয়া-823001 বিহার ফোন-0631-2225116 মোঃ 6207086383, 6306888893
২৩। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ, 77 নং তুলারামবাগ এলাহাবাদ-211006 (ইউ. পি.), মো ঃ-09451179811, 08005333259
২৪। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ, 8/17 বড়গম্ভীর সিং, বারাণসী- 221001 ফোন ঃ-2275-952 STD-0542
২৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ, কিশোরপুরা, বৃন্দাবন, মথুরা-281121 মোঃ-০৮৭৫৫৫০৮৪১৩
২৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, মতিনগর, লক্ষ্ণৌ-226004 ফোন ঃ-2692314 STD-0522
২৭। শ্রীভক্তিকেবল ঔডুলোমি গৌড়ীয় মঠ, সুভাষনগর, মোগলসরাই (ইউ. পি.), পিন-২৩২১০১, ফোন-7347823181
২৮। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, F 1/1, হাউজ খাস, নিউ দিল্লী পিন-110016, ফোন-26868743, STD-011
e-mail : gaudiyamath.delhi@gmail.com
২৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গান্ধীনগর, বান্দ্রা (পূর্ব) মুম্বাই-400051, ফোন-26591212 STD-022
e-mail : gaudiyamission.mumbai@gmail.com
৩০। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ, পোঃ কুরুক্ষেত্র, জেলা কুরুক্ষেত্র, হরিয়ানা-136118, ফোন-9467328883
৩১। শ্রীরাধাগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, লালা, হাইলাকান্দি আসাম-788163, মোঃ-7604048080
৩২। শ্রীগৌরগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, বাসুদেবপুর, পোঃ খঞ্জনচক হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর। মোঃ - 9434345435, 8918707016
৩৩। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গ্রাম-শিংপুর, পোঃ-বাদলপুর, থানা-সবং পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১১৬৬, মোঃ - 9635185495
৩৪। শ্রীরাধাকুঞ্জ গৌড়ীয় মঠ, কোনই রোড, পোঃ- রাধাকুণ্ড, জেলা-মথুরা, (U.P.), পিন-281504, মোঃ 09454875061, 08979369504, 7903691753
৩৫। গৌড়ীয় মিশন, Bye Lane Rodali Path, গ্রাম-উদালবাক্রা, পোঃ-লাল গণেশ, কামরূপ মেট্রো, পিন-৭৮১০৩৪ আসাম-970657231, মোঃ 09706527231
৩৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, হেমন্ত মুখার্জী সরনি, ওয়ার্ড নং ৩০, দেশবন্ধু পাড়া, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৪, মোঃ 09874966241
৩৭। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ, 27 ক্রানহার্ষ্ট রোড লণ্ডন N.W.2 4LJ UK. ফোন-0044-208-4522733
৩৮। শ্রীভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত গৌড়ীয় মঠ, ১৮০ ফুলটন এভিনিউ, রচেষ্টার, নিউইয়র্ক-14613, U.S.A. ফোন-0015854588053
e-mail :- gaudiyamissionusa@gmail.com

প্রবন্ধ-সূচী

প্রবন্ধের নাম	লেখক	পত্রাঙ্ক
১। সারকথা	শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত হইতে সংগৃহীত	৩
২। প্রশ্নোত্তরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত	—	৪
৩। শ্রীচৈতন্য মনোঽভিষ্ট সংস্থাপক শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ	নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ	৫
৪। ঈশ্বর ভজন বিদ্যার বাস্তব ফল	ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজ	৬
৫। গৌড়ীয় দর্শন	ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক হৃষীকেশ মহারাজ	৮
৬। জৈবধর্ম	ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহারী হরিজন মহারাজ	১০
৭। শ্রদ্ধাঞ্জলী	শ্রীবিমলা প্রসাদ দাসাধিকারী (বাংলাদেশ)	১১
৮। নির্যাণ সংবাদ	—	১১
৯। শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুরের বঙ্গদেশ বিজয়	সংগ্রাহক - শ্রীপ্রদ্যুম্নদাস ব্রহ্মচারী (বাগবাজার, কলকাতা)	১২
১০। আসানসোল অঞ্চলে প্রচার	সংগ্রাহক - ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহারী হরিজন মহারাজ	১৪
১১। শুদ্ধভক্তসঙ্গে উর্জ্জাব্রতকালে উত্তর ভারতের মথুরা, বৃন্দাবন পরিক্রমা শেষাংশ	সংগ্রাহক - অম্বিকা দাসী, কলকাতা	১৫
১২। গুরুপূজা মহোৎসব	—	১৬
১৩। শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুরের প্রচারসূচী, ২০২০	—	১৭

শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার পাত্ররাজ-প্রবর
শ্রীশ্রী স্বরূপ-রূপানুগ ধর্মপালক-প্রচারক শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ, নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি- শ্রীরূপ ভাগবত মহারাজ ও নিত্যলীলা প্রবিষ্ট। **ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক মহারাজের কৃপা আশীর্বাদ প্রাপ্ত গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজ নিয়ামকত্বে পরিচালিত পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা।**
(নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজের কৃপাশীর্ব্বাদে ইং ১৯৬৩ সনে প্রথম প্রকাশিত)

শ্রীভক্তি-পত্র

**"ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ ধন।
ভক্তি এই—কৃষ্ণ-নাম-স্মরণ-ক্রন্দন ॥"**
—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর

**"ভক্তিবিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল ॥"**
—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী

৫৭ বর্ষ ❀ ৬ষ্ঠ সংখ্যা ❀ পৌষীপূর্ণিমা সংখ্যা ❀ পৌষ, ১৪২৬ ❀ জানুয়ারী, ২০২০

সারকথা

**'শুন শুন নিত্যানন্দ, শুন হরিদাস।
সর্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ ॥
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
'বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা ॥'
ইহা বই আর না বলিবা, বলাইবা।
দিন-অবসানে আসি' আমারে কহিবা ॥
তোমরা করিলে ভিক্ষা, যেই না বলিব।
তবে আমি চক্রহস্তে সবারে কাটিব ॥**
(চৈঃ ভাঃ মঃ—১৩।৮-১১)
**কৃষ্ণসেবকের মাতা! কভু নাহি নাশ।
কালচক্র ডরায় দেখিয়া কৃষ্ণদাস ॥
গর্ভবাসে যত দুঃখ জন্মে বা মরণে।
কৃষ্ণের সেবক, মাতা, কিছুই না জানে ॥
জগতের পিতা—কৃষ্ণ, যে না ভজে বাপ।
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ ॥**
(চৈঃ ভাঃ মঃ—১৩।৮-১১)
**জিহ্বার লালসে যেই ইতি-উতি ধায়।
শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায় ॥**
(চৈঃ চঃ মঃ—৬।২২৭)
**গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যকথা না কহিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে ॥
অমানী মানদ হঞা কৃষ্ণনাম সদা ল'বে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে ॥**
(চৈঃ চঃ মঃ—৬।২৩৬-২৩৭)

প্রশ্নোত্তরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আমরা যদি অনুক্ষণ গুরুপাদপদ্মের সেবা না করি, তাহলে নিশ্চয়ই আরও অসুবিধায় পড়বো, যে মুহূর্ত্তে গুরুসেবা ভুলবো, সেই মুহূর্ত্তেই নিজেকে ভুলে যাবো।

জাগতিক শিক্ষক বা গুরুগণ-প্রদত্ত বিদ্যা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফল প্রসব করে। পারমার্থিক গুরু সেরূপ ক্ষুদ্র-ফল-প্রদাতা নন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম বাস্তব মঙ্গলবিধাতা। আশ্রয়জাতীয় ভগবান শ্রীগুরুদেবের অনুগ্রহ যে মুহূর্ত্তে রহিত হয়ে যাবে, সেই মুহূর্ত্তে জীবের নানা অভিলাষ এসে উপস্থিত হবে। বর্ত্মপ্রদর্শক গুরু যদি আমাদিগকে উপদেশ না দেন—কিভাবে গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করতে হবে—কিভাবে গুরুপাদপদ্মের সহিত ব্যবহার করতে হবে, তবে প্রাপ্ত রত্নও হারিয়ে ফেলতে হয়। নামভজনই একমাত্র ভজন, শ্রীগুরুদেব এই ভজন প্রণালী শিক্ষা দেন। সুতরাং গুরুদেব প্রসন্ন না হলে ভজনবল আমরা কি করে পাব? এইজন্যই বলি—যাঁরা ভগবানকে পেতে চান, প্রকৃত শান্তি চান, সংসার হতে নিষ্কৃতি চান, তাঁরা গুরুসেবাকেই জীবনের সার করবেন, অনুক্ষণ গুরুসেবা করবেন—গুরুর প্রসন্নতার জন্য প্রাণপণে যত্ন করবেন, তাহলে আর কোন অসুবিধা থাকবে না, সমস্ত মঙ্গল করায়ত্ত হয়ে যাবে—অমঙ্গলের মুখে ছাই পড়ে যাবে।

বিষয়জাতীয় কৃষ্ণ অর্দ্ধেকটা, আর আশ্রয়জাতীয় কৃষ্ণ অর্দ্ধেকটা। এতদুভয় বিলাস-বৈচিত্র্যই পূর্ণতা। বিষয়জাতীয় পূর্ণপ্রতীতি—শ্রীকৃষ্ণ, আর আশ্রয়জাতীয় পূর্ণপ্রতীতি—আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম। সমগ্র জীবন ভগবানের সেবা করতে হবে, নিজে আচরণ করে সর্বক্ষণ দেখাচ্ছেন যিনি, তিনিই গুরুপাদপদ্ম। সেই গুরুদেব প্রত্যেক বস্তুতেই বিরাজমান। অনুক্ষণ সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা ব্যতীত আমাদের আর কোন কৃত্যই নাই।

প্রঃ—বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম কি আত্মার ধর্ম্ম বা নিত্য ধর্ম্ম?

উঃ— ঋষিগণ আমাদিগকে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে নিষ্ঠাযুক্ত হ'বার উপদেশ দিয়াছেন। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালনের উপযোগিতা আছে। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গদেব ব'লেছেন—বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালনের উপযোগিতা কতক্ষণের জন্য? বর্ণাশ্রম আমাদের নিত্যধর্ম্ম নহে, তাহা আত্মার স্বরূপবৃত্তি নহে অর্থাৎ আমাদের স্বরূপের ধর্ম্ম নহে। তাহা বিরূপে থাকাকালে কথঞ্চিৎ স্বরূপের দিকে অভিযানের জন্য কোন বিশেষ বৃত্তি ও বিশেষ অবস্থানে অবস্থিত হ'য়ে বিষ্ণুপূজার চেষ্টা মাত্র। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম অহৈতুকী অপ্রতিহতা নির্ম্মলা কৃষ্ণসেবা নহে। বর্ণাশ্রমে অবস্থিত হ'য়ে কৃষ্ণসেবা হয় না, কথঞ্চিৎ বিষ্ণুর পূজা চেষ্টা হয়। এজন্য শ্রীচৈতন্যদেব ব'লেছেন—'তুমি কে'? আগে নির্ণয় কর। তুমি কি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র? তুমি কি সন্ন্যাসী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ বা ব্রহ্মচারী? এ সকলই তোমার বদ্ধদশার সাময়িক পরিচয়, ঐ সকল তোমার স্বরূপের নিত্য পরিচয় নহে। জীবের স্বরূপের পরিচয় হচ্ছে—জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস, আত্মা পরমাত্মার সেবক; পরমাত্মার সেবাই তা'র ধর্ম্ম।

প্রঃ—কীর্ত্তন কি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত্যঙ্গ?

উঃ—ভগবদ্ভক্তির যত প্রকার অঙ্গ আছে, তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তনই একমাত্র প্রধানতম ও পরম প্রয়োজনীয় অঙ্গ। শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তনে পরমার্থ-জীবন-যাপনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগ্যতা লাভ হয়। শ্রীকৃষ্ণনামে সর্ব্বশক্তি, সর্ব্বশোভা, সর্ব্ব-আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্ত্তি, সর্ব্বসাধনের চরম ফল ও সিদ্ধি নিহিত আছে।

শ্রীকৃষ্ণের নামে আমাদের যাবতীয় ক্রিয়াভিনিবেশ, যাবতীয় প্রবৃত্তি, যাবতীয় চিন্তা, যাবতীয় ধারণা—সকলই নিয়মিত হ'য়ে থাকে। শ্রীকৃষ্ণনাম আমাদের জিহ্বাগ্রে উদিত হ'লে আমরা নশ্বর জগতের যাবতীয় কৃত্য, কর্ত্তব্য-বুদ্ধি, নশ্বর জগৎ ভোগ কর্‌বার প্রবৃত্তি এবং আমাদের পারিপার্শ্বিক সুবিধা-অসুবিধা প্রভৃতি সমস্তই অনায়াসে পরিত্যাগ কর্‌তে পারি। শ্রীকৃষ্ণনামেই ভক্তিপথের সকল বাধা অনায়াসে তিরোহিত হয়। শ্রীকৃষ্ণনাম কেবলমাত্র সাধন-ব্যাপার নহেন, তাহা সাধনের ফল সাধ্যবস্তুও বটে। কৃষ্ণনাম গুর্ব্বানুগত্যে পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ কর্‌তে হ'বে। শ্রীকৃষ্ণনামে সর্ব্ব-প্রকার শ্রেয়ঃ প্রস্ফুটিত হয়। শ্রীনামের সেবা দ্বারাই জীবের যাবতীয় মঙ্গল হ'বে। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণনামই আমাদিগকে নিত্যানন্দ-সাগরে নিমজ্জিত করাতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণনাম অখিলরসময়।

শ্রীগৌরসুন্দরই পরমোপাস্য বস্তু—জগতের সকলেরই শেষ উপাস্যবস্তু—জগতে যত উপাস্য বস্তু আছে, সেই সকল উপাস্য বস্তুরও পরমোপাস্য বস্তু। *(ক্রমশঃ)*

শ্রীচৈতন্য মনোঽভিষ্ট সংস্থাপক শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ

শ্রীল প্রভুপাদের ১৪৩ তম আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে

নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীল ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজের ভাষণ

স্থান — শ্রী চৈতন্যমেলা প্রাঙ্গন, কলকাতা, তাং- ১৫-০২-২০১৭

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুবর্গের শ্রীচরণকমলে অজস্র প্রীতি জানিয়ে আমরা আজ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর একজন অন্তরঙ্গ জন শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের অতিমর্ত্ত্য লীলাবলীর কথা শ্রবণ করার প্রয়াস করছি। তিনি জগতে আজকের দিনে আবির্ভূত হয়েছিলেন ১৪৩ বছর পূর্বে। সংখ্যার দৃষ্টিতে অনেক পূর্বে আবির্ভূত হলেও তাঁর আবির্ভাব চিরবরণীয়, আকাঙ্ক্ষানীয় এবং তাঁর অবতরণকে আমরা চিরকালের মতো স্বাগত জানিয়ে থাকি। এমন ভক্ত, এমন Reformer, এমন পরদুঃখে দুঃখী দয়ার সাগর, এমন প্রভু আমরা কখনো দেখি নাই। শুনি নাই যে, জগতের দুঃখ হরণ করবার জন্য জগতের দুঃখে কাতর, ম্রিয়মান আত্মাকে সঞ্জীবিত করবার জন্য মহাপ্রভু তাঁকে পাঠিয়েছেন। মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তিনি নিজের মহামানবতা দান করে তাঁকে জয়যুক্ত করেছিলেন। আজকের দিনে এরকম একজন অবতার পাওয়াও যাবে না। **শ্রী গৌরসুন্দর এসেছিলেন, দিন গত হয়ে গেছে, গত হয়ে গেলেও তাঁর Assistant-গণ এখনো ঘুরে বেড়াচ্ছেন চতুর্দিকে, তাঁরা তাদের কাজ করে যাচ্ছেন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর মনোভীষ্ট হিসেবে শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরকে পাঠিয়েছেন এবং মাঝে মাঝে তাঁর সেবকগণের দ্বারা প্রচারকার্য্য চালিয়ে যাচ্ছেন।** এইজন্য এই স্থানটি অদ্ভুত সুন্দর এবং কৃষ্ণকথায় মুখরিত, সবসময় তাঁর মুখকমল প্রফুল্লিত এবং গৌররূপের রসে তাঁর চক্ষু সবসময় রসায়িত। আমরা জগতে বন্ধু বলে কাকে জানি? যারা আমাদের আপাত রমণীয়, আপাত সুন্দর, আপাত মধুর, সুখদায়ক কথা বলতে অভ্যস্ত, যাদের দ্বারা আমাদের প্রাণের জ্বালা জুড়াবে বলে মনে করি; কিন্তু দেখা যায় তাদের দ্বারাই আমরা সবথেকে বেশী ভুগছি জগতে। এইরকম বঞ্চনাময়ী স্থানে আমাদের বাসিন্দা হতে হয়েছে। ভগবানকে ভোলার দরুন এইস্থানে আমাদেরকে থাকতে হচ্ছে কিছুদিনের জন্য। তাই শাস্ত্র বলছেন—

''হেলোদ্ধূনিত - খেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তর্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া স-মদয়া মাধুর্যমর্যাদয়া
শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া ॥''

(শ্রী চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক ৮।১০)

মহাপ্রভু অমন্দোদয় দয়া নিয়ে এসেছেন, এখান থেকে কোনকালে কোনদিন অমন্দ উদয় করাবে না। **যে দয়ার মধ্যে কোন খাদ নেই, সেই দয়ার আহ্বায়ক, বাহক ও উদ্দীপক এবং দাতা হিসাবে মহাপ্রভুর ভক্ত শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর আজ উদীয়মান জগতের আকাশে দেখা যায়।** আর জগতে এর থেকে বেশী উপকার কেউ করতে পারবে না। 'অমন্দোদয় দয়া'—যেখান থেকে মন্দ কখনো প্রসব করবে না। আমাদের দয়ার সীমা আছে কিন্তু তাঁদের দয়াকে যারা অবলম্বন করবেন, তারা চিরকালের মতো মুক্ত হয়ে ভক্তিতে স্থান লাভ করতে পারবেন। এরকম আশা ভরসা এবং বাস্তবেতে কৃপা পাবার জন্য আমরা অপেক্ষা করি।

শ্রীল গোস্বামীপাদের বানী

১। প্রেম আস্বাদন করতে হবে কীর্ত্তনের দ্বারে।

২। কৃষ্ণের সেবার অন্তরঙ্গ দিক দিয়ে রাধাঠাকুরানীর দয়া এবং বলদেবের দেওয়া শক্তি এই দুটো জিনিসই লাগে।

৩। শুদ্ধভক্তির criteria যেদিন আমরা বুঝতে পারব সেদিন গুরুবর্গের সব শিক্ষা উপলব্ধি করে মঙ্গলের পথে চলতে শিখব।

৪। Transcendental কথা অপ্রাকৃত রাজ্যের কথা কিন্তু প্রাকৃত ভূমিকার বশবর্তিতা থাকলে কিছুতেই আমরা সেই তত্ত্বকে হাসতে পারি না।

ঈশ্বর ভজন বিদ্যার বাস্তব ফল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজের ভাষণ

স্থান - ধূপগুড়ি, উত্তরবঙ্গ, তাং ১৮।১১।২০১৯

শ্রীশ্রীল গুরুবর্গের পাদপদ্মের কৃপা ভিক্ষা করে ধূপগুড়ি অঞ্চলে ভক্তগণের সম্মুখে আজ কিছু ভাগবতীয় কথা পরিবেশন করার সুযোগ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছি।

পরীক্ষিৎ মহারাজ ঋষিপুত্রের দ্বারা শাপগ্রস্ত হয়ে গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশনে বসেছিলেন। সেখানে ভারতবর্ষের সকল মুনি ঋষি উপস্থিত হয়ে রাজাকে জীবনের অন্তিম সময়ে কি করা উচিত এ বিষয়ে নানারকম উপদেশ দান করেছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে সেই সভায় দ্বাদশ মহাজনের অন্যতম ব্যাসদেবের পুত্র শ্রীশুকদেব গোস্বামী উপস্থিত হয়েছিলেন। সকল মুনি ঋষিগণ তাঁকে উত্তম আসন প্রদান করলে, পরীক্ষিৎ মহারাজ তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য কি বা মৃত্যুর দ্বারে পৌঁছে যাওয়া মানবের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য কি? শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধে বর্ণন করেছেন শ্রীল শুকদেব গোস্বামী। তিনি জ্ঞানী, মুক্তপুরুষ, নিলিপ্ততার চূড়ান্ত সীমায় বসে তিনি পরীক্ষিৎ মহারাজকে বলেছিলেন —

এবং স্বচিত্তে স্বতঃ এব সিদ্ধ
আত্মা প্রিয়োঽর্থো ভগবাননন্তঃ।
তং নির্ব্বৃতঃ (সন) নিয়তার্থো ভজেত
সংসারহেতুপরমশ্চ যত্র॥ (ভাঃ ২।২।৬)

সংসারে থেকে আমরা কার ভজন করছি? সংসারে লেগে রয়েছি, ব্যস্ততার মধ্যে জীবন কাটছে, আমরাও ভজন করছি স্ত্রী পুত্র পরিবার সমাজ দেশের ও দশের। কিন্তু শ্রীল শুকদেব গোস্বামী আর এক জনের ভজনের কথা বললেন যিনি অন্তর্যামীরূপে আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে বসে আছেন।

তিনি স্বতঃসিদ্ধ এক তত্ত্ব, তিনি মালিক, পূর্ণ, আত্মা, প্রিয়, অনন্ত। তিনি সর্বশক্তিমান, ঈশ্বর—সেই তত্ত্বকে ভজনা করা দরকার। আমরা ভালোবাসার পাত্র খুঁজছি, দুঃখের থেকে নিবৃত্তির উপায় সন্ধান করছি, সুখ কোথা থেকে পাবো তার জন্য হন্যে হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছি; কিন্তু চরম সুখ পাচ্ছি না। সুখের একটু নাগাল পেতে না পেতেই চারটে দুঃখ লাইন দিয়ে এসে যাচ্ছে। ভারতবর্ষের মুনি ঋষিদের অন্যতম শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলছেন—না এত ছোটছুটির দরকার নেই, তোমার হৃদয়ের মধ্যেই এক স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্ব রয়েছেন তিনি 'কর্তুম অকতুর্ম অন্যথাকর্তুম সমর্থ।' তিনি 'হ্যাঁ' কে 'না' আবার 'না' কে 'হ্যাঁ' করতে পারেন। অর্জুন যখন চিতা সাজিয়ে মরতে যাচ্ছিলেন, তিনি সূর্যদেবকে প্রকাশিত করে অর্জুনকে মৃত্যু থেকে বাঁচালেন। আবার তিনিই অশ্বত্থামাকে ধরিয়ে দিলেন। তিনিই পারেন সাতবছর বয়সে সাতদিন ধরে এক আঙ্গুলে গোবর্দ্ধন পর্বতকে ধারন করে রাখতে। ইন্দ্র যখন সাতদিন প্রবলবৃষ্টির দ্বারা ব্রজকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছিলেন, তিনি সমস্ত ব্রজবাসীগণকে সেই গোবর্দ্ধন পর্বতের নীচে আশ্রয় দান করে বিপদ থেকে রক্ষা করেছিলেন ও ব্রজবাসীগণকে আনন্দ সাগরে ডুবিয়েছিলেন। সেই যে সমর্থ পুরুষ প্রিয় পুরুষ তাকে বাদ দিয়ে আমরা ক্ষিতি, অপ, ত্যেজ, মরুৎ, ব্যোম দ্বারা তৈরী বস্তুকে কতপ্রকারে ভালোবাসার চেষ্টা করছি। আজ একে প্রিয় বানাচ্ছি তো কাল আরেকজনকে প্রিয় করছি পরশু প্রিয়ত্ব ধর্ম চলে যাচ্ছে আর পরিণামে দুঃখ পাচ্ছি, তাও বুঝতে পারছি না।

আপনারা বলবেন ভগবান কোথায়? নিজের চোখ বন্ধ করে শ্বাস চেপে ধরুন ভগবানকে দেখতে পাবেন। ভগবান আপনার ভেতরেই রয়েছেন। তিনি অনন্ত, অনন্ত তাঁর নাম। অনন্ত তাঁর ধাম, অনন্ত তাঁর লীলা। তিনি আত্মা, প্রিয়, তিনিই সকলের মধ্যে চেতনার কেন্দ্রবিন্দু। আপনি আপনার বাবাকে ভালোবাসেন, ছেলেকে ভালোবাসেন। স্ত্রীকে ভালোবাসেন কিন্তু তাদের মৃতদেহটাকে ভালোবাসেন না, কেন? কেননা, তার মধ্যে ঈশ্বর নেই তাই সে মৃত, তাকে আর ভালোবাসেন না। যতক্ষণ দেহে আত্মা ছিল ততক্ষণ সেই দেহকে ভালোবাসো। যিনি আমাদের মধ্যে চেতনতা দিয়েছেন, চোখটা দিয়ে দেখবার শক্তি দিয়েছেন পায়ে চলবার শক্তি দিয়েছেন সেই চেতন সত্ত্বাকে ভজনা করুন।

'তং নির্ব্বৃতঃ (সন) নিয়তার্থো ভজেত, সংসারহেতু পরমশ্চ যত্র'— তাঁকে নিষ্ঠা সহকারে নিরন্তর ভজনা করলে সংসার ক্লেশ নিবৃত্ত হয়। সেই সংসার যে সংসারে মুনিপুত্র পরীক্ষিৎ রাজাকে শাপ দিয়েছিলেন যে সেই দিন থেকে সপ্তম দিনে তক্ষক সর্পের দংশনে তার মৃত্যু হবে। সাতদিনের আয়ু

নিয়ে রাজা চিন্তা করছিলেন—এত অল্প সময়ে কি এমন অমূল্য শ্রেষ্ঠ কাজ করতে পারি যা চিরশান্তি এনে দিতে পারে জীবনে। পরীক্ষিৎ মহারাজের সেই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ সৃষ্টি হলো। সেই প্রশ্নের উত্তরে সাধু সৃষ্টি হলো কারণ কৃষ্ণ জানেন তাঁর কথা সংসারে প্রচার করবে একমাত্র সাধু। যারা কাম ক্রোধের দাস, যারা স্ত্রী পুত্র নিয়ে নাড়ানাড়ি করছে তারা ভগবানের কথা কখনো বলবে না। তাই ভগবান সৃষ্টি করলেন সাধু; তাঁরা জীবন্ত ভাগবত। ভগবান সৃষ্টি করলেন আচরণশীল মানব—যাদের দ্বারা সেই সকল কথা প্রচার করবেন। কোন কথা?—মৃত্যুর ওপারে যাওয়ার কথা; অমৃতত্ত্ব পাওয়ার কথা।

পরীক্ষিৎ মহারাজ সাতদিন বসে ভাগবত কথা শুনলেন শ্রীশুকদেব গোস্বামীর শ্রীমুখে। পরে শ্রীশুকদেব গোস্বামী যখন রাজার অনুজ্ঞা নিয়ে চলে যাচ্ছেন সেই সময় পরীক্ষিৎ মহারাজ বললেন—"স্বামী! কৃতার্থোঽস্মি, সিদ্ধোঽস্তি" অর্থাৎ আমি কৃতার্থ হলাম, সিদ্ধ হলাম। কিন্তু কি করে তিনি কৃতার্থ হলেন? পরীক্ষিৎ মহারাজ শুকদেব গোস্বামীর কাছে ভাগবত কথা শুনে বুঝতে পারলেন যে তার মৃত্যু নেই। যেখানে জগতের লোক মৃত্যু ভয়ে ভীত আর পরীক্ষিৎ মহারাজ সেখানে বলছেন আমি আজকে বুঝতে পারলাম—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥
(গীতা ২।২০)

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন—এই জীবাত্মা জন্মায় না বা মরে না, কখনো এ জন্মেছিল বা কখনো এ মরবে—এটা হয় না। জীবাত্মাগুলো অজ, নিত্য, শাশ্বতঃ। তাহলে আমাদের মৃত্যু কিসে? আমরা শরীরটাকে বদলাই, কর্মগুণে একটা শরীর ছেড়ে আরেকটা শরীর পাই। পরীক্ষিৎ মহারাজ বুঝতে পারলেন তার এই শরীর ছাড়বার সময় এসেছে, মুনি পুত্রের অভিশাপে। তাই শ্রীশুকদেব গোস্বামী আমাদের মতো রোগগ্রস্ত অনর্থগ্রস্ত, হিংসা, কাম ক্রোধের দাস কলিহত জীবের জন্য prescribe করলেন একটা ওষুধ যে, তুমি বাসুদেবের কথা শোনো, তাঁর কথা বলো, তাঁরই ভজনা করো। তাঁকে ছেড়ে তোমরা কার ভজনা করছ? শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে—

'কলের্দোষনিধে রাজন্‌হস্তি হ্যেক মহান গুণ।
কলি দোষের নিধি, আপনারা খবরের কাগজ কিংবা টিভিতে একটু চোখ রাখলেই দেখতে পাবেন একজন আরেকজনকে খুন করছে দোষ ঢাকার জন্য। নিজের বাড়ীতেই দেখুন না, এক ইঞ্চি জায়গার জন্য মারামারি লাঠালাঠি শেষে কোর্ট পর্য্যন্ত পৌঁছানো। আমরা সাধু হয়েছি, নিরামিষ খাই, তিলক মালা পড়ি তাও একজন আরেকজনকে সহ্য করতে পারি না, এই হচ্ছে কলি। সেই কলিযুগের প্রারম্ভে শ্রীচৈতন্যদেব এসে কলির দৌরাত্ম্য থেকে মুক্ত হয়ে একটা নির্মল, শুদ্ধ, মানব জীবন পাওয়ার একটা ঔষধ বের করলেন। তিনি বিধান দিলেন মৃদঙ্গ করতাল নিয়ে সন্ধ্যেবেলা ঘরে জনা চার পাঁচে মিলে কৃষ্ণ কীর্ত্তন করো। আরো বললেন রাস্তায় নগর কীর্ত্তন করতে করতে চলো। এই ধ্বনি যার কর্ণে প্রবেশ করবে তার হৃদয়ের ভেতরের ময়লাগুলো কাম, ক্রোধ, লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্যকে ধাক্কা দিয়ে বের করবে, অশান্তি দূরীভূত হয়ে শান্তিলাভের পথে অগ্রসর হওয়ার আশা জাগবে। শিক্ষিত সমাজের মানুষ আমরা মনে করি আমরা বিদ্বান, ধনবান, বিচারবান, সর্বশ্রেষ্ঠ; কিন্তু একটু বিচার করে দেখলে বুঝতে পারবেন যে আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে একটা dustbin রয়েছে, কাম ক্রোধ মাৎসর্য্যে ভরা। শাস্ত্র বলছেন, পুন্ডরীকাক্ষ ভগবানের স্মরণ করলে বাহ্য ও অন্তর পবিত্রতা লাভ করে। শ্রীহরির নাম বিনা কলিযুগে নিস্তারের কোন গতি নাই। এতসব শুনেও আমাদের চেতন কোথায় জাগছে, হরিনাম করতে ইচ্ছা হচ্ছে কোথায়? দিনের পর দিন, বছরের পর বছর পেরিয়ে যাচ্ছে, একদিন সূর্য অস্তামিত হচ্ছে আর আমরা এক পা এক পা করে মৃত্যুর দিকে এগোচ্ছি তথাপি না বালক না বৃদ্ধ না ধনী না দরিদ্র না মুর্খ না বিদ্বান তাদের চেতনতা আসছে না যে নিত্য কর্তব্য হরিনাম, হরিসেবা হরিভজন করা দরকার।

শ্রীচৈতন্যদেব জগতে আবির্ভূত হয়ে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন যে কৃষ্ণভজন বিনা জাগতিক বিদ্যাও নিষ্ফল। একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে জয় করতে গিয়ে চৈতন্যদেব বললেন—

'দিগ্বিজয় করিব'—বিদ্যার কার্য নহে।
ঈশ্বর ভজিলে, সেই বিদ্যা, 'সত্য' কহে॥
মন দিয়া বুঝ, দেহ ছাড়িয়া চলিলে।
ধন বা পৌরুষ সঙ্গে কিছু নাহি চলে॥
(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৩।১৭৩-১৭৪)

সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়।
'কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্ত-বিত্ত রয়'॥
(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৩।১৭৮)

আপনারা এখানে অধিকাংশই বিদ্বান ব্যক্তি আছেন অনেকের সঙ্গে আমাদের পূর্বেও পরিচয় আছে, আপনারা মন দিয়ে চিন্তা করে দেখলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন। অনেকে মনে করেন গৌড়ীয় ধর্ম, চৈতন্য মহাপ্রভুর ধর্ম তিলক মালার ধর্ম, ন্যাড়ানেড়ির ধর্ম—কিন্তু তা নয়। অনেক বড় বড় বিদ্বান ব্যক্তি যারা বিদ্যামত্তার শিখরে ছিলেন তারা এই বৈষ্ণব ধর্ম যাজন করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। গৌড়ীয়াকাশের মূল পুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ছিলেন ব্রিটিশ আমলের Deputy Magistrate। নিজে আচরণ মুখে প্রচার করে পরর্বতী প্রজন্মের জন্য শুদ্ধ হরিভজনের পথ সুগম করে রেখে গেছেন। বহু কীর্ত্তন ও গ্রন্থ রচনা করে সাধক জীবকে প্রতি পদে সুন্দর সুষ্ঠভাবে পরিচালিত করেছেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের তৎকালীন একজন মস্ত বড় বৈদান্তিক পণ্ডিত ছিলেন শ্রী সার্বভৌম ভট্টাচার্য। বিদ্যার পাহাড় ছিলেন তবুও তিনি মনে আনন্দ পাচ্ছিলেন না, তাঁর হৃদয় লৌহখণ্ডের মতো কঠিন ছিল। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় সার্বভৌম পণ্ডিত বিদ্যার সারমর্ম উপলব্ধি করতে পেরে কৃষ্ণ ভজন করে তার বিদ্যামত্তাকে সার্থক করেছিলেন। যে বিদ্যা ভগবানকে জানতে শেখায়, ভগবানকে শ্রদ্ধা করতে শেখায়, ভগবানকে ভজন করতে শেখায় ভগবানের সৃষ্টিকে আদর করতে শেখায় সেই বিদ্যাই হলো বিদ্যা। তাই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর কীর্ত্তনে বলেছেন—

''জড়বিদ্যা যত, মায়ার বৈভব
তোমার ভজনে বাধা
মোহ জনমিয়া অনিত্য সংসারে
জীবকে করয়ে গাধা॥''

জড় বিদ্যা শুধুই গাধার মত সারাজীবন ভার বহন করে চলে। আমরাও যেন সেইরকম না হই সেজন্য চৈতন্যদেব আমাদের alert করে দিয়ে গেছেন।

আমরা কি রকম শিক্ষিত দেখুন, ডাক্তার যখন বলেন, আপনার সুগার হয়েছে আপনি ভাত, মিষ্টি, আলু একদম খাবেন না জীবন থেকে বাদ দিন আর দু'বেলা দুটো tablet খাবেন। আমরা সঙ্গে সঙ্গে সে কথা শুনে ভাত, মিষ্টি খাওয়া বন্ধ করে দিই। কিন্তু গুরু যদি বলেন আপনি মাছ খাবেন না, জীবহিংসা হবে তখন শুনতে চান না। আমিষ খাবার খেয়ে শুদ্ধ নাম হয় না। আমরা এই রকম সভ্য জগতের শিক্ষিত মানুষ। সাধুর কথা আমাদের শুনতে হবে, শুধু শুনলে হবে না, সেই কথা মত জীবনে চলতে হবে তবে একদিন না একদিন আমাদের মঙ্গল হবেই হবে। আমরা ধর্মের কথা, ভক্তির কথা, হরিভজনের কথা বলি। কেন বলি? একথা বলে কি কোন অর্থ উপার্জন করা যায়? লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা কুড়ানো যায়, আপনারা শিক্ষিত বিদ্বান লোক; চিন্তা করে দেখবেন।

বক্তব্য শেষ করার পূর্বে আমি সেইসব সজ্জনগণকে ধন্যবাদ জানাই যারা এধরণের কমিটির মধ্যে রয়েছেন, যারা অর্থ বা অন্য দ্রব্যাদি দ্বারা সাহায্য করেছেন, আর যারা ধৈর্য্য ধরে বসে সাধুর মুখে হরিকথা শুনছেন।

গৌড়ীয় দর্শন

সপ্তদিবসীয় আলোচনাচক্র। লক্ষ্ণৌ গৌড়ীয় মঠ (৭—১৩ ই অক্টোবর, ২০১৯)

বক্তা—ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজ, সভাপতি ও আচার্য গৌড়ীয় মিশন।

সংগ্রাহক—ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক হৃষীকেশ মহারাজ, কলকাতা।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

দর্শনের প্রকারভেদ

প্রাচীনকাল হতে মুখ্যতঃ ছয়টি দর্শনের কথা প্রচারিত আছে। যথা—সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা ও বেদান্ত দর্শন। কপিলদেব 'সাংখ্য দর্শন' প্রণেতা, পতঞ্জল ঋষির 'পাতঞ্জল দর্শন', গৌতম ঋষি 'ন্যায় দর্শন' প্রণেতা, কণাদ ঋষি 'বৈশেষিক দর্শন' প্রণেতা এবং জৈমিনী ঋষি 'মীমাংসা দর্শন' এর প্রণেতা ছিলেন। বেদব্যাস ঋষি ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যরূপে 'বেদান্ত দর্শন' রচনা করেন। এছাড়াও চার্ব্বাক, অর্হৎ, বৌদ্ধ আদি দার্শনিক জগতে নাস্তিক্যবাদের প্রচার করেন। শিবাবতার শঙ্করাচার্য ''অদ্বৈতবাদ'' বা কল্পিত

মায়াবাদ প্রচার করেন। এই সকল দর্শনের মধ্যে অধিকাংশই কোথাও প্রচ্ছন্ন, কোথাওবা স্পষ্টভাবে ইন্দ্রিয় তর্পনের ব্যাপার রয়েছে। বেদান্ত দর্শনটি আস্তিক দর্শন হলেও এটি অস্পষ্ট দর্শন। শ্রীরামানুজাচার্য, শ্রীমধ্বাচার্য, শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীনিম্বার্ক আদি মধ্যযুগীয় আচার্যগণ শঙ্করাচার্যের মায়াবাদ খণ্ডনপূর্বক বৈষ্ণব দর্শন প্রচার করেন। সর্বশেষে শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভূত হয়ে বৈষ্ণব ধর্মের অভিনব উজ্জ্বলরূপ দান করে গৌড়ীয় দর্শনের সূত্রপাত করেন।

গৌড়ীয় দর্শনের বৈশিষ্ট্য

এই দর্শনে স্বরূপ জ্ঞানের কথা রয়েছে। স্বরূপ বলতে বস্তুর যথার্থ তত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞান। ভগবৎ স্বরূপ, জীবের স্বরূপ, মায়ার স্বরূপ আদি স্বরূপ নিয়ে আলোচনা।

ভগবৎ লীলা মাধুর্য আস্বাদন লোভময়ী শ্রদ্ধা যাঁদের মধ্যে রয়েছে কেবল তাঁরাই গৌড়ীয় দর্শনের অধিকারী। এঁরা কৃষ্ণের ব্রজলীলা কীর্ত্তন-স্মরণ প্রধান ভক্তির দ্বারা এবং নাম সংকীর্ত্তনযুক্ত ভজন করেন।

এই দর্শনে বাস্তব বস্তু ভগবান অখিলরসামৃত মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিমূলক সেবার জন্য ব্যাকুলতার কথা রয়েছে। অপ্রাকৃত কামদেবের কাম, নাম ও ধামের পূর্ণ তর্পনের কথা রয়েছে।

(গৌড়ীয় দর্শন—৫৬ পৃঃ পুরানো বই)

জগতের আর যতপ্রকার দর্শন আছে উহা বাইরের খোলস দর্শন ব্যতীত আর কিছুই নয়। গৌড়ীয় দর্শনের যে ''দর্শন'' শব্দ তার অর্থ সম্ভোগ নয়, সেবার দ্যোতক।

(গৌড়ীয় দর্শন—১০১, ১০৪ পৃঃ পুরানো বই)

গৌড়ীয়রা জড়াকার বা নিরাকারের উপাসক নন। তাঁরা কেবল পূর্ণ চিদাকার সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের উপাসক।

(গৌড়ীয় দর্শন—৬৬ পৃঃ পুরানো বই)

এই দর্শন সম্ভোগবাদ নহে পরন্তু অপ্রাকৃত কামদেবের নিত্য নবায়মান ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিকারীণি সেবায় প্রাণতা রয়েছে—এই দর্শনে।

(গৌড়ীয় দর্শন নিবেদন—২ পৃঃ পুরানো বই)

এই দর্শনে সৎকর্ম-অসৎকর্মের বিচার, জ্ঞানীর অতন্নিরসন বিচার এমনকি অপ্রাকৃত রাজ্যের ঐশ্বর্য প্রধান বিচার পর্যন্ত অতিক্রম করে এক অদ্বয়জ্ঞান স্বরাট্ তত্ত্বের মাধুর্যপূর্ণ সেবার বিচার রয়েছে।

(গৌড়ীয় দর্শন—৪০ পৃঃ পুরানো বই)

প্রণবের সম্প্রসারিত অখিলরসামৃত মূর্ত্তি—শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীশ্যামসুন্দর, শ্রীনন্দনন্দন আদি মুখ্য নামসমূহে যে পরিপূর্ণতম রস মাধুর্য আছে, তাঁর আস্বাদনই গৌড়ীয় দর্শনের মূল সাধন।

(গৌড়ীয় দর্শন—১০৯ পৃঃ পুরানো বই)

ষট্‌দর্শন সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত কথা

নিরীশ্বরবাদী সাংখ্যকার কপিলদেবের দর্শনে প্রকৃতিকে জগৎ কারণ বলা হয়েছে। সেখানে সুখ-দুঃখের কথা রয়েছে মাত্র। পতঞ্জলির পাতঞ্জল দর্শনে কল্পনাময় ঈশ্বরকে স্বরূপতত্ত্ব বলে স্বীকার করা হয়েছে বটে কিন্তু যম, নিয়ম-প্রাণায়ামাদি অষ্টাঙ্গযুক্ত সাধনে দেহারামিতাই মুখ্য। গৌতমের ন্যায়সূত্র ষোড়শ পদার্থের বিচারময়। এখানে আত্মা-পরমাত্মা স্বীকৃত হলেও পরমাণুকেই বিশ্বের কারণ বলা হয়েছে। বেদের নিন্দা রয়েছে এখানে। জৈমিনীর পূর্বমীমাংসা বেদের কর্মকান্ডীয় সূত্রের বিচার প্রধান। এখানে ঈশ্বরকে কর্মের অঙ্গ করা হয়েছে—এটি জড়বাদ। কণাদ ঋষির বৈশেষিক দর্শন জড় তত্ত্বজ্ঞান নিয়ে চর্চা। দ্রব্য, গুণ ও ক্রিয়া বিষয়ক ধর্ম্মের আলোচনা এখানে মুখ্য।

এর উপরে অদ্বৈতবাদ বা মায়াবাদ দর্শন। এতে নির্বিশেষ ব্রহ্মই জগৎকারণ। অষ্টাবক্রাদি মুনি এই মতের অনুসরণ করেছেন। শিবাবতার শঙ্করাচার্যের দ্বারা ঈশ্বর আজ্ঞায় প্রচারিত বেদের কল্পিত অর্থ নিয়ে এই মতবাদ। একে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদও বলা হয়। বেদের একদেশীয় মত, লক্ষণা বৃত্তিতে এই বাদের প্রচার। বেদব্যাস এই ষড়দর্শনের ছয়মত উত্তমরূপে আলোচনা করে সেই সেই মত খণ্ডনপূর্বক বেদান্তসূত্র রচনা করেন। বেদান্ত মতে ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, সাকার। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতাদি গ্রন্থে সংক্ষেপে এদের বিচার দেখানো হয়েছে। যথা—

(জৈমিনী ঋষি)—মীমাংসক কহে—'ঈশ্বর হয় কর্ম্মের অঙ্গ'।
(কপিলদেব)—''সাংখ্য' কহে—'জগতের প্রকৃতি কারণ-প্রসঙ্গ' ॥
(গৌতম)—'ন্যায়' কহে—'পরমাণু হইতে বিশ্ব হয়।
(শঙ্করাচার্য)—'মায়াবাদী' নির্বিশেষ-ব্রহ্মে হেতু কয় ॥
(পাতঞ্জল)—'পাতঞ্জল' কহে—'ঈশ্বর হয় স্বরূপ জ্ঞান'।
বেদমতে কহে তাঁরে স্বয়ং ভগবান্ ॥

(ক্রমশঃ)

একাদশদিবস ব্যাপী বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে জৈবধর্ম ক্লাসের মুখ্য মুখ্য কয়েকটি প্রশ্নোত্তর

জৈবধর্ম

(১ম অধ্যায় থেকে ১২ তম অধ্যায় পর্যন্ত)

বক্তা—পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজ, বর্ত্তমান আচার্য, গৌড়ীয় মিশন

তাং—২২।১২।১৯-০১।১।২০ পর্যন্ত

সংগ্রাহক—ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহারী হরিজন মহারাজ, কলকাতা।

১। বস্তু বলতে কি বোঝায়? বস্তুর ধর্ম কি? বাস্তব বস্তু বলতে কাকে বলে ? (পুরানো বই—৬-৭ পৃঃ)

উঃ) 'বস্' ধাতু 'তু' প্রত্যয়যোগে 'বস্তু' শব্দ নিষ্পন্ন হয় অর্থাৎ যাহার অস্তিত্ব বা প্রতীতি আছে তাকে 'বস্তু' বলা হয়। বস্তু দুইপ্রকার। যথা—বাস্তব বস্তু ও অবাস্তব বস্তু।

বস্তুর যেটা নিত্যস্বভাব সেটা বস্তুর ধর্ম । যেমন—জলের স্বভাব তরল। তরলতাই জলের ধর্ম্ম। তদ্রূপ জীব কৃষ্ণের অংশ। অংশী কৃষ্ণের সেবাই জীবের ধর্ম্ম।

বাস্তব বস্তু—যার নিত্য অস্তিত্ব বা প্রতীতি আছে, তা বাস্তব বস্তু। বাস্তব বস্তু পরমার্থভুত তত্ত্ব। শ্রীমদ্ভাগবতে ''বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদম্ (ভাঃ—১।১।২) শ্লোকে 'বাস্তব বস্তু' বলতে ভগবানকে নির্দেশ করা হয়েছে। সেই বস্তুর পৃথক অংশ জীব ও শক্তি মায়া। অতএব 'বস্তু' শব্দে ভগবান, জীব এবং মায়া—এই তিন তত্ত্বকে বুঝতে হবে।

২। জীবের নিত্য ধর্ম কি ? বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে উহার পার্থক্য কোথায় ? (পুরানো বই—১০ পৃঃ)

উঃ) ঈশ্বরের ইচ্ছায় যখন কোন বস্তু গঠিত হয় তখন সেই বস্তুর গঠনের সঙ্গী হিসাবে একটি নিত্য স্বভাব দেখা যায়, সেই স্বভাবই উক্ত বস্তুর নিত্য ধর্ম। । জীব ভগবানের অংশ ও জড়াতীত বস্তু। চৈতন্যই এর গঠন। তার প্রকৃত স্বরূপ কৃষ্ণ নিত্যদাস। প্রেমই তার ধর্ম। কৃষ্ণদাস্যই বিমল প্রেম। অতএব কৃষ্ণদাস্যরূপ প্রেমই জীবের নিত্য ধর্ম।

প্রকৃতপক্ষে বৈষ্ণবধর্মের সাথে জীবের নিত্যধর্মের কোন পার্থক্য নেই । কৃষ্ণের সেবা তথা চিদানুশীলনই জীবের নিত্য ধর্ম । জীবের শুদ্ধাবস্থায় সেটা প্রকাশ পায়। নিত্যধর্ম শুদ্ধ, পূর্ণ ও সনাতন। এই নিত্য ধর্মের নামান্তর বৈষ্ণবধর্ম।

৩। নৈমিত্তিক ধর্ম বলতে কি বোঝায় ? নিত্য ধর্মের সঙ্গে উহার পার্থক্য কি ? (পুরানো বই—২৫ পৃঃ)

উঃ) ঈশ্বরের ইচ্ছায় যখন কোন বস্তু গঠিত হয় তখন সেই বস্তুর গঠনের সঙ্গী হিসাবে একটি নিত্য স্বভাব দেখা যায়, সেই স্বভাবই উক্ত বস্তুর নিত্য ধর্ম। কিন্তু ঘটনাবশত যদি সেই বস্তু অন্য কোন বস্তুর সংস্পর্শে স্বভাবের পরিবর্ত্তন ও ক্রমে দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয়ে নিত্যধর্মের ন্যায় দৃষ্ট হয়—সেই ধর্মকে সেই বস্তুর নৈমিত্তিক ধর্ম বলে। জীব ভগবানের অংশ। অংশী ভগবানের সেবা করায় তার নিত্য ধর্ম। কিন্তু সে ভগবানকে ভুলে মায়ার দাসত্ব করছে। এটাই তার নৈমিত্তিক ধর্ম।

নিত্য ধর্ম জীবের শুদ্ধাবস্থায় প্রকাশ পায়, আর নৈমিত্তিক ধর্ম বদ্ধাবস্থায় থাকে। নিত্যধর্ম শুদ্ধ, পূর্ণ ও সনাতন, নৈমিত্তিক ধর্ম তাৎকালিক বা ক্ষণিক। নিমিত্ত দূরীভূত হলে ধর্ম লোপ পায়। নিত্যধর্মে বিমল প্রেমদ্বারা কৃষ্ণদাস্য লাভ করবার যত্ন আছে । নৈমিত্তিক ধর্মে ঈশ্বর ও আত্মার নিত্বত্বের স্বীকার আছে কিন্তু অনিত্য উপায় দ্বারা ঈশ্বর প্রসাদ লাভ করবার চেষ্টা রয়েছে।

৪। জীব ও ঈশ্বরের ভেদাভেদ সম্বন্ধ কি ? (পুরানো বই—৭ পৃঃ)

উঃ) জীব চিৎধর্ম্মী হয়েও গঠনগত কারণে মায়া বশীভূত হবার যোগ্য। আবার তটস্থাশক্তির পরিণাম হওয়ায় ভগবানের সঙ্গে তার নিত্য ভেদ ও অভেদ সম্বন্ধ বর্ত্তমান। ভগবান বিভুচিৎ ও জীব চিৎকণ। সুতরাং চেতনধর্মে অভেদত্ব দেখা যায়। কিন্তু পূর্ণতা ও অপূর্ণতা ভেদে উভয়ের স্বভাব ভেদ দেখা যায়। যেমন—কৃষ্ণ প্রভু, জীব তাঁর নিত্যদাস । কৃষ্ণ আকর্ষক, জীব আকৃষ্ট । কৃষ্ণ ঈশ্বর, জীব ঈশিতব্য । কৃষ্ণ দ্রষ্টা, জীব দৃষ্ট । কৃষ্ণ সর্বশক্তিমান, জীব নিঃশক্তিক ।

(ক্রমশঃ)

বঙ্গদেশে শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুরের প্রথম শুভ বিজয়

বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলী

শ্রীবিমলা প্রসাদ দাসাধিকারী (বাংলাদেশ)

কি কহিব শ্রীলগুরুদেব তব মহিমা অপার।
আমি অতি ক্ষুদ্রজীব নাহি পাই পার ॥
শুভ তিথি শুভ লগ্নে জনম লভিলা।
অলক্ষিতে জয়ধ্বনি জগতে ঘোষিলা ॥
মাতা-পিতা ভক্তগৃহে ভক্তি বিলোলিত।
দিনে দিনে শত স্নেহে হইলে পালিত ॥
বাল্যকালে বিদ্যাশিক্ষা করিতে লাগিলা।
মাতাসনে গোদ্রুমধামে গমন করিলা ॥
গুরুমহারাজ আচার্য রত্ন গৌর পরিকর।
সৌম্যকান্তি গৌরপ্রেমে নটন বিভোর ॥
তাঁর রাতুল পদে শুভক্ষণে করিলা প্রণতি।
গুরুমনি রতন চিনে দিলেন অনেক প্রীতি ॥
পরশমনি পরশ করে পরশ হইলা।
বৈরাগ্য ভাব সেইক্ষণে অন্তরে জাগিলা ॥
বিদ্যারস, গৃহদ্বারে বিরক্ত জন্মিল।
সংসার ছেড়ে মঠে যাব এই বুদ্ধি হইল ॥
গুরুকৃপায় সংসার ত্যাজি কৈলে মঠবাস।
সেবা করি গুরু বৈষ্ণবের বাড়াইলা সুখোল্লাস ॥
অপূর্ব ব্রহ্মচারী রূপ প্রকাশ করিলা।
সেবা নিষ্ঠায় গুরুবর্গের প্রীতিভাজন হইলা ॥
গুরুগৃহে আপন জ্ঞানে দৃঢ়সেবা করি।
জিতেন্দ্রিয় হইলা তুমি গুরুকৃপা বরি ॥
ভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত করুণা সাগর।
সেবা নিষ্ঠায় প্রীতি করি করিলা আদর ॥
তাঁর মনোঽভিষ্ট পরিপূরণ এই তোমার ব্রত।
ভক্ত শিক্ষা মঠরক্ষণ কৈলা সেই মত ॥
শ্রী ভক্তিকেবল প্রেষ্ঠজন তোমায় শত কোটি প্রণতি।
গাইয়া গাওয়াও নেচে নাচাও বহু করি প্রীতি ॥
পতিত পাবন গৌরহরির অবদান বৈশিষ্ট্য।
ভক্ত দ্বারে যত শিক্ষা করিলা নির্দিষ্ট ॥
যতন করি সেই শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া।
প্রকাশ করিলা তাহা পরদুঃখী হইয়া ॥
গৌড়ীয় দর্শন শুদ্ধ ভজন এই তোমার দীক্ষা।
মঠবাসী আর গৃহীভক্ত সবারে দিলা শিক্ষা ॥
সেবা সচিবরূপে কৈলে শিক্ষাগুরুর কার্য্য।
পূর্ব আচার্য শ্রীলগোস্বামীপাদ তোমায় করিলা আচার্য ॥
দেশে দেশে সর্বদেশে ভ্রমণ করিয়া।
ফিরেতেছ গুরুবর্গের গুণমহিমা কীর্ত্তন করিয়া ॥
এ তোমার পরম দয়া জগৎ জীবের প্রতি।
দীনহীন, অর্বাচীন, পামর মুই অতি ॥
উচ্চনীচ সর্বজীব নাচে তব করুণা লভিয়া।
বিমলা প্রসাদ দাস কান্দে সেই করুণা লাগিয়া ॥

নির্যাণ সংবাদ

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত হলদিয়া দুর্গাচক নিবাসী শ্রীমতি কৃষ্ণদাসী (শ্রীমতী কল্পনা মুখার্জী) গত ১৯শে কার্ত্তিক, ১৪২৬ (ইং ৬ই নভেম্বর, ২০১৯) দামোদর মাস বুধবার রাত্রি ১০টায় ২৫মিঃ এ হরিনাম করতে করতে অন্তর্ধান লীলা প্রকাশ করেছেন প্রায় ৫৫ বৎসর বয়সে। তিনি মিশনের পূর্বতন আচার্য্য শ্রীল গোস্বামীপাদের আশ্রিতা এবং স্নেহধন্যা পাত্রী ছিলেন। অতি অল্প দিনে শ্রীশ্রীগুরু বৈষ্ণবের আনুগত্যে হলদিয়া গৌড়ীয় মঠে নিষ্ঠার সংগে রন্ধন সেবা করে গেছেন। তাঁর পারলৌকিক ক্রিয়া হলদিয়া গৌরগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠে অনুষ্ঠিত হয়। মঠের মঠাধ্যক্ষ ত্রিদন্ডী স্বামী শ্রীমদ্ভক্তি সুন্দর সাগর মহারাজের পরিচালনায় এবং সিংপুর মঠের মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ গোপবন্ধু দাস ব্রহ্মচারী ও অন্যান্য ব্রহ্মচারী গৃহস্থ ভক্তের উপস্থিতিতে উক্ত ক্রিয়া সুসম্পন্ন হয় এবং প্রায় শতাধিক ভক্তগণকে মহাপ্রসাদ দানে পরিতৃপ্ত করা হয়।

শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুরের বঙ্গদেশ বিজয়

সংগ্রাহক - শ্রীপ্রদ্যুম্নদাস ব্রহ্মচারী (বাগবাজার, কলকাতা)

বঙ্গদেশে গৌড়ীয় ভক্তদের উদ্বাহু সংকীর্ত্তন

ভাগবত সভায় মঞ্চে উপস্থিত গুরুগোস্বামী ঠাকুর ও অন্যান্যরা

গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান আচার্য ও সভাপতি ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজ, বারাণসী মঠের মঠাধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিচারু গোবিন্দ মহারাজ, হলদিয়া মঠের মঠাধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সাগর মহারাজ ও কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ গত ২৮।১১।১৯ তারিখ বৃহস্পতিবার বাংলাদেশে দলগ্রাম শ্রীগৌড়ীয় মঠে শুভবিজয় করেন। স্থানীয় বহু ভক্ত সপার্ষদ শ্রীল গুরুদেবকে কীর্ত্তন যোগে দলগ্রাম শ্রীভক্তিকেবল আশ্রমে আপ্যায়ন করেন। সেখানে ভক্তগণ শ্রীগুরুপাদপদ্মের আরতী করেন।

২৯।১১।২০১৯ শুক্রবার প্রাতে মঙ্গল আরতি মন্দির পরিক্রমা আদি দৈনন্দিন অনুষ্ঠানের পর শ্রীল গুরুদেবের আরতি ও বৈঠকী কীর্ত্তন হয়। কীর্ত্তনান্তে শ্রীল গুরুদেব গৌড়ীয় গুরুবর্গের বন্দনার দ্বারা গুরুবর্গের মহিমা বিস্তার পূর্বক আলোচনা করে সহজসরলভাবে বুঝিয়ে দেন। এইদিন বেলা ১০ ঘটিকায় ''ইয়ুথ ফোরামের সুযোগ্য সংগঠক'' শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

পরদিবস ৩০।১১।১৯ তারিখে ১৫০ জন শ্রদ্ধালুজনের হরিনাম ও ৫০ জনের দীক্ষা হয়। এইদিন বিকালে স্থানীয় বহু ভক্ত সম্মিলিতভাবে শ্রীগুরুপূজা মহোৎসব অনুষ্ঠান করেন।

০১।১২।২০১৯ রবিবার সকালে দলগ্রাম শ্রীভক্তিকেবল গৌড়ীয় আশ্রম হতে চন্দন পাট শ্রীভক্তিশ্রীরূপ ভাগবত গৌড়ীয় আশ্রমে শুভবিজয় করেন। স্থানীয় ভক্ত প্রবল হরিধ্বনি ও মহিলাভক্ত উলুধ্বনি ও পুষ্পবর্ষণ করেন এবং গুরুদেবের আরতী করেন। তথায় কিছু স্থানীয় ভক্ত হরিনাম গ্রহণ করেন।

চন্দন পাটের আদিতমারী অঞ্চলে ভাগবত ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। গৌড়ীয় মিশনের ব্রহ্মচারীগণ প্রাচীন মহাজন কীর্ত্তনাবলী মধুর স্বরে ভক্তিকীর্ত্তন করেন। বারাণসী মঠের মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ ভক্তিচারু গোবিন্দ মহারাজ ও হলদিয়া মঠের মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সাগর মহারাজ শাস্ত্রীয় প্রমাণ উল্লেখ করে সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য বর্ণন করেন। শ্রীল গুরুদেব ভাগবত থেকে শ্লোক উদ্ধৃত করে হরিকথা বলেন।

''এষা বুদ্ধিমতাং বুর্দ্ধিমনীষা চ মনীষিনাম ॥ - - - -'' (ভাঃ ১১।১৯।২২) শ্লোকের অর্থ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, এই ক্ষণস্থায়ী, মানবদেহ লাভ করে যিনি অমৃত স্বরূপ ভগবানের সেবা লাভ করেন তিনিই বুদ্ধিমানগণের মধ্যে বুদ্ধিমান এবং মনীষিগণের মধ্যে মনীষা।

এই দিবস বিকালে চন্দনপাট হইতে যথাক্রমে নাওডাঙায় প্রমোদরঞ্জন জমিদার বাড়ী অঙ্গন হয়ে লালমনিরহাট স্থিত ফুলবাড়ী কুড়িগ্রাম অঞ্চলে এক বিরাট ধর্মসভার আয়োজন করেন ভক্তগণ। মিশনের ব্রহ্মাচারীবৃন্দ উক্ত সভায় মহাজন

কীর্ত্তনবলী পরিবেশন করে উপস্থিত ভক্ত ও শ্রদ্ধালুজনদের আনন্দ দেন। শ্রীল গুরুদেব সভায় ভগবৎ প্রেমের জীব ত্রিতাপজনিত ক্লেশ কেন পায় তার কারণ সহজভাবে ব্যাখ্যা করেন এবং জীবের প্রকৃত বা নিত্য ধর্ম কি তা ভাগবতের শ্লোক ''ধর্ম প্রোজ্ঝিতকৈতবহত্র ----- '' অবলম্বনে প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণন করেন। তথা হইতে রাত্রে দলগ্রাম মঠে প্রত্যাবর্তন করা হয়।

২।১২।২০১৯ তারিখে দলগ্রাম হতে শ্রীলগুরুদেব বৈষ্ণবগণ সহ শ্রীভক্তিসুহৃদ আশ্রম, নওদাবাগ, হাতীবান্ধা সোলমণির হাটে শুভাগমন করেন। তথা হইতে সপরিকর আদরনি পৌঁছান। ভক্তগণ তথায় শ্রীলগুরুদেবের আরতি করেন। শ্রীপাদ সাগর মহারাজ হরিকথার দ্বারা সকলের মনোরঞ্জন করেন। দুপুর ১ ঘটিকায় মহাপ্রসাদ উপস্থিত দানে ভক্তগণকে তৃপ্ত করা হয়। দুপুর ২টা হইতে বিকেল ৪টা পর্য্যন্ত সকল ভক্তগণকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীল গুরুদেব ইষ্টগোষ্ঠী ক্লাস করান।

বৈকেল ৪টা হইতে রাত ৯টা পর্য্যন্ত তথায় এক 'ধর্মীয় আলোচনা সভার' আয়োজন করা হয়। সভায় মুখ্য অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন ৮নং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শ্রী অশ্বিনী কুমার বসুনীয়। সভান্তে শ্রীল গুরুদেব শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত অক্রুর মহারাজ কৃষ্ণকে কিভাবে দৈন্যভরে স্তুতি করেছিলেন। সেই শ্লোক ব্যাখ্যা করে উপস্থিত সকলের হৃদয় জয় করে নেন।

''কঃ পণ্ডিতস্তদপরং - - - - - - পচয়ো নমস্য''।

এইদিন দলগ্রাম আশ্রমে রাত্রিবাস করা হয়।

৩।১২।২০১৯ মঙ্গলবার শ্রীলগুরুদেব বৈষ্ণবগণ সহ বাউরা মঠের উদ্দেশ্যে রওনা হন, সেখানে ভক্তগণ শ্রীল গুরুদেবের আরতি অন্তে কিছু কীর্ত্তন ও হরিকথা আলোচিত হয়। অতঃপর বেলা ১১টায় গুরুদেব স্বপার্ষদ বাউরা থেকে চাপানীতে শ্রীভক্তি প্রদীপ তীর্থ গৌড়ীয় আশ্রমে পদার্পণ করেন (ডিমলা, জেলা ঃ- নীলফামারী, বাংলাদেশ)। ভক্তগণ শ্রীল গুরুদেব ও বৈষ্ণবগণকে সাদর অভ্যর্থনা করেন। শ্রীল গুরুদেবের আরতি করেন মধ্যাহ্নে প্রসাদ সেবন করেন সকল ভক্তগণ। বিকেল ৪ ঘটিকায় স্থানীয় কিছু লোক শ্রীলগুরুদেবের চরণাশ্রয় করেন, শ্রীল গুরুদেব তাদের হরিনাম প্রদান করেন। সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত এক বিরাট ধর্মসভা হয়, সেখানে বহু ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক সাবেক চেয়ারম্যান সভাপতি। প্রধান অতিথি ছিলেন জনাব মোঃ অনোয়ারুল হক সরকার, সাধারণ সম্পাদক। শ্রীলগুরুদেব তাঁর ভাষণে বলেন— ''এবং স্বচিত্তে স্বতঃ'' ভগবান সকল জীবের হৃদয়ের মধ্যে বসে আছেন, তিনিই আমাদের প্রিয়, তিনি অনন্ত তাঁকেই ভজনা করতে হবে। সংসার সমুদ্র উত্তরণের এটাই একমাত্র পথ।

এদিন রাত্রে শ্রীল গুরুদেব জলঢাকা মঠে আগমন করেন এবং রাত্রিযাপন করেন। পরদিবস **৪।১২।২০১৯** বুধবার জলঢাকা মঠে সকালে মঙ্গল আরতী কীর্ত্তন এবং শ্রীল গুরুদেবের আরতি হয়। স্থানীয় কিছু ভক্ত হরিনাম ও দীক্ষা গ্রহণ করেন। অতঃপর নতুন মন্দিরের দ্বারোদঘাটন, উদ্বোধন ভগবানের আলেখ্য প্রতিষ্ঠা, ভোগরাগ ও কীর্ত্তন হয়। বিকালে হরিকথার আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

৫।১২।২০১৯ বৃহস্পতিবার জলঢাকা হইতে নীলফামারী ইটাখোলা মঠে গুরুদেব সকল বৈষ্ণব সঙ্গে শুভবিজয় করেন। ঐ স্থানে মধ্যাহ্নে প্রসাদ সেবন করেন বৈষ্ণবগণ। এরপর বিকেল ৬ ঘটিকা হতে 'ধর্মীয় সভা' অনুষ্ঠিত হয়।

৬।১২।২০১৯ শুক্রবার জলঢাকা থেকে রংপুর চব্বিশ হাজারীতে শ্রী নির্মল রায় দাসাধিকারীর গৃহে গুরুদেব ও বৈষ্ণবগণ দ্বিপ্রহরে প্রসাদ সেবন করেন। বিকালে ভাগবত ধর্মসভায় কীর্ত্তন ও হরিকথা প্রচার করেন। সেখানে হাসিকুমার বণিক মহাশয়ের গৃহে সকলে রাত্রিবাস করেন।

৭।১২।২০১৯ শনিবার শ্রীলগুরুদেব স্বপরিকর বাগপুর মন্দিরে শুভাগমন করে মধ্যাহ্নে ইষ্টগোষ্ঠী করেন। কিছু শ্রদ্ধালুজন শ্রীল গুরুদেবের থেকে হরিনাম আশ্রয় করেন এবং কিছু ভক্ত দীক্ষা পান। বিকেলে এক ধর্মীয় সভায় গুরুদেব হরিকথা প্রচার করেন। রাত্রে রংপুরে হাসিকুমার বণিক মহাশয়ের গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন ও সেখানে রাত্রি বাস করেন।

৮।১২।২০১৯ রবিবার রাতে বরিশাল এর গৌরনদী যাত্রা করেন।

৯।১২।২০১৯ সোমবার বরিশালের বানারী পাড়ায় শ্রীল গুরুমহারাজের জন্মভিটা দর্শন ও বাগবাজার গৌড়ীয় মঠের ভূমি ও মঠ বাড়ী দাতা (Doner the Land and Math Building) শ্রী জগদ্বন্ধু দত্তর বাড়ী দর্শন করে ভক্তগণ সহ গুরুদেব ফিরে আসেন। পরদিবস ১০।১২।২০১৯ তারিখে ভারতে প্রত্যাবর্তন করা হয়।

শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুরের আসানসোল অঞ্চলে প্রচার

সংগ্রাহক - ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহারী হরিজন মহারাজ, কলকাতা

গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান আচার্য্য ও সভাপতি ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজ গত ১৯.১২.২০১৯ (বৃহস্পতিবার) শ্রীল গুরুমহারাজের আর্বিভাব তিথিতে শ্রীগোদ্রুম ধাম হইতে সপার্ষদ রওনা হয়ে আসানসোলে পরলোকগত শ্রীষষ্ঠী নারায়ণ গড়াই মহাশয়ের কন্যা ভক্তিমতি মঞ্জুলানীর দাসীর বাসভবনে শুভবিজয় করেন। তথায় পূর্ব হইতে শ্রীরাধাকুণ্ড মঠের মঠাধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীপাদ ভক্তি বৈভব বন মহারাজ, ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিছায়ী বিষ্ণুমহারাজ (নবদ্বীপ), ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহারী হরিজন মহারাজ (কলকাতা) ও ব্রহ্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যা ৬ ঘটিকা হইতে তথায় ভাগবত ধর্মসভায় মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন দ্বারা শুরু করা হয়। উক্তসভায় সর্বপ্রথম বক্তৃতায় শ্রীপাদ হরিজন মহারাজ বলেন— ''দুর্লভো মনুষো দেহ দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুর '' শ্লোকের অবলম্বনে মানব জীবনের সার্থকতা হরিভজনে বলেন। সবশেষে শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুর ভাগবতের শ্লোক ''এষা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধি'' অবলম্বনে বলেন যে যিনি এই নশ্বর অনর্থবহা শরীর নিয়ে পরমার্থ লাভ করতে পারেন তিনিই প্রকৃত বুদ্ধিমান। অতঃপর শ্রীল গোস্বামীপাদ রচিত কীর্ত্তনাবলী হইতে—

''নাচে নাচায় হাসে হাসায়
কাদে কাঁদায় গোরা।''

—কীর্ত্তনে সমবেত ভক্তমণ্ডলী গৌরপ্রেমে মাতোয়ারা হয়ে উদ্বাহু হয়ে নৃত্য করতে থাকনে। গৌরনামের এরূপ প্রভাব যে আবালবৃদ্ধবনিতা লৌকিকলজ্জা ভুলে হরিসংকীর্ত্তনের বন্যায় ভেসে যায়।

২০.১২.২০১৯ তারিখ শুক্রবার বৈঠকী কীর্ত্তন আরতি পরিক্রমা অন্তে নাম সংকীর্ত্তন করতে করতে পদব্রজে স্থানীয় এক ভক্তের গৃহে শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুর ভক্তগণ সহ উপস্থিত হন। তথায় কিছুক্ষণ কীর্ত্তনের পর পুনরায় মঞ্জুলানী দাসীর বাসভবনে ফিরে এসে শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুরের আরতি কীর্ত্তন করা হয়। সমবেত ভক্তমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে শ্রীল গুরুদেব কিছুক্ষণ শরণাগতির উপর হরিকথা পরিবেশন করেন। বাল্যভোগের প্রসাদ সেবনের পর কিয়ৎদূরে ষষ্ঠীনারায়ণ স্মৃতি ভবনের হলঘরে সকাল সাড়ে দশটা থেকে একঘণ্টা ব্যাপী শ্রীল গোস্বামীপাদ রচিত কীর্ত্তন পরিবেশন

আসানসোল ধর্মসভায় শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুর

করেন শ্রীপাদ বিষ্ণুমহারাজ, প্রভুপদ দাস ব্রহ্মচারী, সুন্দরানন্দ দাস ব্রহ্মচারী আদি। পরে আলোচনা সভায় সর্বপ্রথম শ্রীপাদ হরিভজন মহারাজ গীতার ''অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে '' —ঐকান্তিক শরণাগত ভক্তের বোঝা ভগবান বহন করেন সম্বন্ধে বলেন। সর্বশেষে শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুর বলেন ''এবং স্বচিত্তে স্বতঃ এব সিদ্ধ '' শ্লোক উদ্ধৃত করে বলেন যে প্রত্যেক জীব হৃদয়ে পরমাত্মারূপে ভগবান বসে আছেন তাঁকেই আমাদের ভজন করা উচিত। এই দিনই গুরুদেব সাতজন সুকৃতিশালী ব্যক্তিকে হরিনাম ও একজনকে দীক্ষা প্রদান পূর্বক প্রেমরাজ্যে প্রবেশের রাস্তা প্রদর্শন করেন। তথায় প্রায় ২৫০ জন ভক্তকে প্রসাদ দানে পরিতৃপ্ত করা হয়। উক্ত দিবস সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় মাধবী দত্ত ও জয়ন্ত দত্ত ভক্তমহাশয়ের বাসভবনে কিছুক্ষণ কীর্ত্তনের পর হরিকথা প্রসঙ্গে শ্রীপাদ হরিজন মহারাজ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিমল প্রেমধর্মের কথা বলেন। শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুর ''নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং . . . . .'' শ্লোকের সহজ সরল ব্যাখ্যা করেন ও শেষে প্রায় ৮০ জন ভক্তকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

পরদিবস ২১.১২.২০১৯ (শনিবার) সকালে বাল্যভোগের প্রসাদন্তে আসানসোল হইতে কুলটীতে রামসদয়দেব মহাশয়ের গৃহে সপার্ষদ শ্রীল গুরুদেব শুভ বিজয় করেন। মহিলা ভক্তগণ উলুধ্বনি ও পুষ্পবর্ষণ করতে করতে শ্রীল গুরুদেব ও বৈষ্ণবগণকে গৃহে আপ্যায়ন করেন। সভায় আয়োজিত মঞ্চে ঘন্টাকাল ব্যাপী মহাজন কীর্ত্তনাবলী

ও শ্রীল গোস্বামী পাদের রচিত কীর্ত্তন পরিবেশন করেন সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীবৃন্দ। পরে সভায় প্রথমে শ্রীপাদ হরিজন মহারাজ ''শ্রীহরিনামের মাহাত্ম্য বর্ণন প্রসঙ্গে শুদ্ধ কৃষ্ণনাম ও জাগতিক নামের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করেন। সভার অন্তে শ্রীল গুরুদেব ''নৃদেমাদ্যং সুলভং'' শ্লোক অবলম্বনে প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তৃতা দেন এবং নাচে নাচায় হাসে হাসায়'' এই কীর্ত্তনে স্ত্রী-পুরুষ সকলে নৃত্য করে এক গোলকীয় পরিবেশ সৃষ্টি করেন। সভার শেষে প্রায় ২৫০ ভক্তকে প্রসাদ দানে পরিতৃপ্ত করা হয়। সেখান থেকে দুপুর দুটোয় রওনা হয়ে সন্ধ্যা ৭টায় বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে শ্রীল গুরুদেব বৈষ্ণবগণ সহ প্রত্যাবর্তন করেন।

শুদ্ধভক্তসঙ্গে উর্জ্জাব্রতকালে উত্তর ভারতের মথুরা, বৃন্দাবন ও জয়পুর, করৌলি আদি পরিক্রমা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অম্বিকা দাসী, কলকাতা

২৫-১০-২০১৯ সকালে প্রসাদ গ্রহণ অন্তে শ্রী বার্ষভানবীদেবীর দর্শন লালসায় শ্রীল গুরুদেব ভক্তগণ সহ বর্ষনায় উপস্থিত হন, ব্রজগিরিস্থ শ্রীলড্‌লীজী দয়িত সহ তৎপ্রেষ্ঠ ভক্তের আগমন উৎকণ্ঠায় গর্ভগৃহ হতে বাহিরে এসে অবস্থান করছিলেন, আগমনে বিস্ফারিত কমলনয়নে প্রফুল্লিত হয়ে নিজভক্তের নৃত্যকীর্ত্তন ও স্তব শ্রবণ করে প্রসাদি নির্মাল্য ও অধরামৃত দানে ভক্তকে অভিবাদন করেন। শ্রীবৃষভানবীজীর চরণে প্রণতঃ হয়ে তার অঙ্গনে তাঁর গুণমহিমা সূচক মধুর কীর্ত্তন হয়। সেবাসচিব ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ রাধাকৃষ্ণের অপূর্ব লীলা মাধুরী যাত্রীগণকে পান করান, এরপর প্রেম সরোবর ও সংকেত বিহারীচরণে প্রণতঃ হয়ে পাবন সরোবর পথে নন্দীশ্বর পর্বত আরোহন করা হয়।

''শুনি মহাপ্রভু মনে আনন্দ পাঞা
তিন মূর্ত্তি দেখিলা সেই গোফা উঘারিয়া॥
ব্রজেন্দ্র—ব্রজেশ্বরীর কৈল্য চরণ বন্দন।
প্রেমাবেশে কৃষ্ণের কৈল-সর্বাঙ্গ-স্পর্শন॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১৩)

শ্রীল গুরুদেব পশ্চাতে পিতা মাতার মধ্যে কৃষ্ণ বলরাম দর্শন-বন্দন ও কীর্ত্তন দ্বারা অভিবাদন করে পরিক্রমান্তে স্থান মাহাত্ম্য বর্ণন করেন, স্থানীয় ব্রজবাসী নৃত্য কীর্ত্তন দ্বারা কৃষ্ণলীলা বর্ণন করেন। শ্রীল গুরুদেব ভগবানের অতিমর্ত্যলীলার বর্ণন করেন—নন্দীশ্বর পর্বত হতে অবতরণ করে পাবন সরোবর দর্শন ও তথায় প্রসাদ সেবন হয়। যাবট দর্শন করে সন্ধ্যায় মঠে প্রত্যাগমন করা হয়।

২৬-১০-২০১৯ সকালে শ্রীল গুরুদেবের অনুগমনে শ্রীরাধাকুণ্ডস্থিত গোস্বামীগণের ভজনস্থলী ও শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামীর সমাধিস্থলে প্রণতঃ হয়ে গোবিন্দ, গোপীনাথ, মদন মোহন দর্শন করা হয় ও তাঁর (শ্রীল গুরুদেবের) শ্রী মুখ নিসৃতঃ স্থানের মহিমা শ্রবনান্তে মঠে প্রত্যাগমন করা হয়।

২৭-১০-২০১৯ ভোর ৪টায় শ্রীল গুরুদেবের অনুগমনে সকল বৈষ্ণবগণ শ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধন পরিক্রমার উদ্দেশ্যে কীর্ত্তন মুখে রওনা হন। পথে শ্রীরাধাকুণ্ডে আরতী, হরিদেবের আরতী দর্শন, গোবিন্দ কুন্ডে কীর্ত্তন ও বিশ্রাম হয়, তৎপর মুখারবিন্দে আরতি ও কীর্ত্তন করে ১১.৩০টায় রাধাকুণ্ডে স্নানান্তে গোবর্দ্ধন পরিক্রমা সমাপ্তি হয়। বিকালে শ্রীপাদ পুরীমহারাজ পাঠ করে দীপাবলী উৎসব পালন করেন।

২৮-১০-২০১৯ শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা মহামহোৎসব ও গুরুপূজা মহোৎসব মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ বন মহারাজের উদ্যোগে ও পরিচালনায় বিশালভাবে আয়োজিত হয়। মহাসমারোহে বহু প্রকার মিষ্টান্ন, অন্নব্যঞ্জনাদি দ্বারা শ্রীগিরিরাজের ভোগ হয়, স্থানীয় ও সমগ্র বৃন্দাবন মন্ডলের ব্রজবাসী ধাম গুরুগণকে সপরিবারে আমন্ত্রণ করেন (শ্রীল গুরুমহারাজ এই সেবা ব্রজবাসীসেবা নামে প্রবর্তন করেছিলেন তা পূর্বে বৃন্দাবনে পালিত হত)। গুরুগণকে প্রসাদ ও প্রণামীদ্বারা তৃপ্ত করান হয়। অগণিত সাধারণ ভক্ত গণও প্রসাদ প্রাপ্ত হয়ে ধন্য হন।

বৈকাল ৫টায় পুনরায় শ্রীপাদ পুরীমহারাজের পরিচালনায় বাস যোগে এলাহাবাদ উদ্দেশ্যে রওনা হয়।

২৯-১০-২০১৯ এলাহাবাদ মঠে পৌঁছে সকালে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী নদীর ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান অন্তে যাত্রীগণ মঠে প্রত্যাগমন করেন এবং বিকালে বেণীমাধব ও মহাপ্রভুর পাদপীঠ দর্শন হয়।

৩০-১০-২০১৯ সকালে ৫টায় কলিকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে ৩১-১০-২০১৯ ১.৩০মি. বাগবাজার মঠে প্রত্যাগমন করে গৌরবিনোদানন্দ জীউর পদপ্রান্তে প্রণাম করে যাত্রা শেষ হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয় মিশন

(রেজিষ্টার্ড)

বাগবাজার, কোলকাতা-৩

দূরভাষ-০৩৩-২৫৫৪৪১৫৫

২৫৪৩১৩৮৭

শাখা

শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠ

গ্রাম-গাদিগাছা, পোঃ-স্বরূপগঞ্জ,

জেলা-নদীয়া। পিন-৭৪১৩১৪৫ (পঃবঃ)

মোঃ-৭৮৭২১৩৮৭০৮

''যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎপ্রসাদো যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়নস্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধং বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণার বিন্দম্।''

শ্রীগৌরকৃষ্ণ-পাদপদ্ম-মধুপাশ্রিতেষু,

আগামী ৮ই ফাল্গুন ১৪২৬, ইং-২১ শে ফেব্রুয়ারী ২০২০ শুক্রবার শ্রীগোদ্রুম ধামস্থ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠে গৌড়ীয় মিশনের বর্ত্তমান আচার্য্য ও প্রেসিডেন্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে, নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজের ভুবন মঙ্গলময় ৭৩ তম বর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে তাঁর সাক্ষাৎ সমাধী মন্দিরে শ্রীগুরুপূজা মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবেন।

এতদুপক্ষে শ্রীগোদ্রুমধামস্থ মঠে তিন দিন ব্যাপী শ্রীগুরু-প্রশস্তি, ভক্তিগ্রন্থ পাঠ, শ্রীহরি সংকীর্ত্তন প্রভৃতি ভক্তঙ্গ যাজনে, মহাশয়-কৃপাপূর্বক সবান্ধবে যোগদান করিলে মিশনের সদস্যবর্গ পরমানন্দিত হইবেন।

নিবেদন ইতি-শ্রীসজ্জন কিঙ্করাভাস
ত্রিদন্ডী ভিক্ষু শ্রীভক্তি প্রমোদ পুরী
সেবা সচিব, গৌড়ীয় মিশন

অনুষ্ঠান সূচী

৭ ই ফাল্গুন ১৪২৬, ইং-২০ শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার পূর্বাহ্ন, অপরাহ্ন ও সন্ধ্যায় শ্রীগুরু-মহিমা পাঠ, কীর্ত্তন, আরতী ও অধিবাস সংকীর্ত্তন।

৮ ই ফাল্গুন ১৪২৬, ইং-২১ শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার পূর্বাহ্ন ৮টা হইতে ১টা পর্যন্ত শ্রীগুরু বন্দনা কীর্ত্তন, অভিনন্দন পাঠ, শ্রীপ্রকট গুরুদেবের ভাষণ, শ্রীগুরু পূজা, আরতি ও পুষ্পাঞ্জলী। অপরাহ্ন ৪ টায় অভিনন্দন পাঠ সংকীর্ত্তন, রাত্রি ৭টা হইতে ১০টা শ্রীহরিসংকীর্ত্তন, অভিনন্দন ও গুরুবাণী পাঠ।

৯ ই ফাল্গুন ১৪২৬, ইং-২২ শে ফেব্রুয়ারী শনিবার সকালে শ্রীগুরুমহারাজের হরিকথা পাঠ। মধ্যাহ্নে, অপরাহ্নে ও সন্ধ্যায় শ্রীহরি সংকীর্ত্তন ও শ্রীগুরুবাণী পাঠ, শ্রীশিবরাত্রি ব্রত উপবাস, হংসবাহন শিবমন্দির পরিক্রমা, গঙ্গাস্নান, গোদ্রুমধাম পরিক্রমা সংকীর্ত্তন, পাঠ, আদি।

শ্রীশ্রী মদ্ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক
গোস্বামী মহারাজ

গুরুপূজা মহোৎসবের অর্থাদি Cheque, Draft, NEFT-এ পাঠালে অনুগ্রহ করে Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Gaudiya Math, United Bank of India IFSC Code No.UTBIOSWA-916 A/c. No. 0226010103368 এই নামে, উপরিউক্ত ঠিকানায় পাঠাইবেন। আয়কর বিভাগের ৮০ জি ধারায় কর মুক্ত হইবে।

বিঃদ্রঃ- ১৯ শে ফাল্গুন, ৩রা মার্চ মঙ্গলবার শ্রীনবদ্বীপ ধাম পরিক্রমার মঙ্গল অধিবাস দিবসে ভক্তসঙ্গে মহা হরি সংকীর্ত্তন সহযোগে নবনির্মিত সমাধি মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন ও ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক মহারাজের শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা উৎসব হইবেন।

শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুরের প্রচারসূচী, ২০২০

৪ ই জানুয়ারী — ৮ ই জানুয়ারী, ২০২০	—	পুরুলিয়া জেলায় সিয়াদা ও কোট্‌লুই অঞ্চল।
৯ ই জানুয়ারী — ১২ ই জানুয়ারী, ২০২০	—	রাঁচীর (ঝাড়খণ্ড) পাত্রাহাতু ও বুণ্ডা অঞ্চল।
২৫ শে জানুয়ারী — ২৭ শে জানুয়ারী, ২০২০	—	(দঃ ২৪ পরগণার) কুলপী, ডায়মণ্ডহারবার ও নেপালগঞ্জ অঞ্চল।
৩০ শে জানুয়ারী — ৩ রা ফেব্রুয়ারী, ২০২০	—	মুম্বাই মঠ।
১০ ই ফেব্রুয়ারী — ১৬ ই ফেব্রুয়ারী, ২০২০	—	শ্রীচৈতন্য মেলা, কলকাতা।
২০ শে ফেব্রুয়ারী— ৯ ই মার্চ, ২০২০	—	নবদ্বীপস্থ শ্রীগোদ্রুম ধামে অবস্থান।
২৭ শে মার্চ—৩০ এপ্রিল, ২০২০	—	আমলাজোড়া মঠ, বর্দ্ধমান।
২ রা এপ্রিল—১৭ এপ্রিল, ২০২০	—	লালা মঠ, শিলচর, ধর্মনগর, আগরতলা, লালাবাজার ও আসামস্থিত গোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ।

দক্ষিণ ২৪ পরগণায় একটি নিঃশুল্ক চিকিৎসা শিবির

বাগবাজার গৌড়ীয় মিশন একটি ঐতিহ্যময়ী প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। দীর্ঘ কয়েক বছর যাবৎ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে পীড়িত মানুষদের জন্য অন্ন, বস্ত্র ও ঔষধাদি বিতরণ করে আসছেন। গত ০৮ই ডিসেম্বর, রবিবার, ২০১৯ দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় ক্যানিং থানার অন্তর্গত পরাণি খেকো অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি নিঃশুল্ক চিকিৎসা শিবির তথা স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। তথায় গরীব, দুঃখী ও আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সহ প্রায় ১৬০ জন রোগীর সুচিকিৎসা করা হয়। শিশু চিকিৎসক Dr. Pradip Roy (WBMC) ও Dr. Mahadev Mondal মহাশয় উপস্থিত সকল পীড়িত রোগীদের যত্ন সহকারে চিকিৎসা করেন। সকল

রোগীদেরকে মিশন কর্তৃক বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হয়। মিশন হইতে আগত শ্রী সুদাম দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীদামোদর দাস ব্রহ্মচারী, স্থানীয় ভক্ত শ্রীপতি দাস অধিকারী (শিবু), দামোদর প্রসাদ বিশ্বাস এবং স্থানীয় গ্রামবাসীগণ পূর্ণ সহযোগিতা করেন। মিশনের সেবাসচিব ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজের তত্ত্বাবধানে উক্ত শিবিরের কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয় মিশন

(রেজিষ্টার্ড)

প্রধান কার্যালয় ঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী স্ট্রীট,
বাগবাজার, কলকাতা-৩
ফোন ঃ ২৫৫৪-৪১৫৫, ২৫৪৩-১৩৮৭
ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২৫৪৩-১৩৮৭

যোগাযোগ ঃ

শ্রীপাদ হৃষীকেশ মহারাজ
৮৪২০৬৯২৯৫২
শ্রীমৎ বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী
৯০৫১৭৩৫৩১২
শ্রীপাদ মধুসূদন মহারাজ
৯০৫১৭৮১৪৯৩

e-mail : gaudiya@gaudiyamission.org / Visit us : www.gaudiyamission.org

ষষ্ঠ বার্ষিকী

শ্রীচৈতন্য জন্মোৎসব ও মেলা

উপলক্ষ্যে সপ্ত-দিবসীয় বৈষ্ণব সম্মেলন ও সারস্বত আলোচনা সভা

স্থান ঃ বাগবাজার সার্বজনীন দুর্গোৎসব উদ্যান

তারিখ ঃ ২৬শে মাঘ হইতে ৩রা ফাল্গুন, ১৪২৬ (ইং ১০ - ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ২০২০)

সময় ঃ দুপুর ২টা হইতে রাত্রি ৯টা

বিপুলসম্মানপুরঃসরং নিবেদনমিদম্,

এতদ্দ্বারা সকল গৌরানুরাগী ভক্ত তথা কলকাতা মহানগরবাসী সুধীবৃন্দকে অতীব হর্ষের সহিত জানানো হইতেছে যে, কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীশচীনন্দন গৌরহরির ৫৩৪তম শুভ জন্মোৎসব মহাড়ম্বরের সহিত পালিত হইবেন। এতদুপলক্ষ্যে উত্তর কলকাতার বাগবাজারস্থিত **সার্বজনীন দুর্গোৎসব উদ্যানে** আগামী ১০ই ফেব্রুয়ারী হইতে ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ২০২০, সপ্ত-দিবসীয় অনুষ্ঠান হইবে। ১০ই ফেব্রুয়ারী, সোমবার, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এক বিরাট নগরসংকীর্তন-শোভাযাত্রার আয়োজন করা হইয়াছে (বাগবাজার, সার্বজনীন দুর্গোৎসব উদ্যান হইতে বাগবাজার স্ট্রিট, বিধান সরণী, বিবেকানন্দ রোড, গিরিশ পার্ক, রবীন্দ্র সরণী, বি. কে. পাল, বাগবাজার)। ১১ই ফেব্রুয়ারী হইতে ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ২০২০, পর্যন্ত বিশেষ আলোচনা সভা তৎসহ প্রত্যহ ধর্ম-সম্মেলন, বিভিন্ন ধরণের প্রতিযোগিতা প্রদর্শনী, মেলা ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইতেছে।

বর্তমান যুগে হিংসা ও অশান্তির দিনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশ্বভ্রাতৃত্ব, শান্তি ও বিমল প্রেমাদর্শের বার্তা সর্বত্র ছড়াইয়া দিতে আমাদিগের এই প্রয়াস। অতএব মহোদয়, উক্ত মহতী অনুষ্ঠানে আপনি আনুকূল্য পূর্বক সবান্ধবে যোগদান করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপালাভে মানব-জীবন সার্থক করুন—ইহাই প্রার্থনা।

তাং ঃ ২০শে ডিসেম্বর, ২০১৯

নিবেদক,
গৌড়ীয় মিশন, বাগবাজার

আয়োজক ঃ

গৌড়ীয় মিশন, মহানাম সেবক সংঘ ও পিপল্‌স্ ফোরাম্ ফর্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

অনুষ্ঠান সূচী

৯ই ফেব্রুয়ারী, ২০২০, রবিবার

দুপুর ২টা - ৪টা ঃ অঙ্কন প্রতিযোগিতা (স্থান ঃ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার)।

১০ই ফেব্রুয়ারী, ২০২০, সোমবার

দুপুর ২টা - ৫টা ঃ নগর সংকীর্তন শোভাযাত্রা।
বিকাল ৫.৩০টা - ৭টা ঃ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান।
সন্ধ্যা ৭টা - ৮টা ঃ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

১১ই ফেব্রুয়ারী ২০২০, মঙ্গলবার

দুপুর ২টা - বিকাল ৪টা ঃ বক্তৃতা প্রতিযোগিতা।
বিকাল ৪টা - ৪.৩০টা ঃ জয়বন্দনা ও সংকীর্ত্তন।
বিকাল ৪.৩০টা - সন্ধ্যা ৭টা ঃ ধর্মসভা **(বিষয় ঃ শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম ও মানবিক মূল্যবোধ)।**
সন্ধ্যা ৭টা - রাত্রি ৮টা ঃ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

১২ই ফেব্রুয়ারী, ২০২০, বুধবার

দুপুর ২টা - বিকেল ৪টা ঃ আবৃত্তি প্রতিযোগিতা।
বিকাল ৪টা - ৪.৩০টা ঃ জয়বন্দনা ও সংকীর্তন।
বিকাল ৪.৩০টা - ৭টা ঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মেলন **(বিষয় ঃ গৌড়ীয় দর্শন)।**
সন্ধ্যা ৭টা - রাত্রি ৮টা ঃ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

১৩ই ফেব্রুয়ারী, ২০২০, বৃহস্পতিবার

দুপুর ২টা - বিকেল ৪টা ঃ মৃদঙ্গ বাদন প্রতিযোগিতা।
বিকাল ৪টা - ৪.৩০টা ঃ জয়বন্দনা ও সংকীর্তন।
বিকাল ৪.৩০টা - ৭টা ঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মেলন **(বিষয় ঃ যুগধর্ম প্রবর্তনে শ্রীল প্রভুপাদ)।**
সন্ধ্যা ৭টা - রাত্রি ৮টা ঃ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

১৪ই ফেব্রুয়ারী, ২০২০, শুক্রবার

বিকাল ৩.৩০টা - ৪.৩০টা ঃ জয়বন্দনা ও সংকীর্তন।
বিকাল ৪.৩০টা - সন্ধ্যা ৭টা ঃ জাতীয় আলোচনা সভা। **(বিষয় ঃ চৈতন্য-ভাবিত বর্তমান সমাজ ও সাহিত্য)।**
সন্ধ্যা ৭টা - রাত্রি ৮টা ঃ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

১৫ই ফেব্রুয়ারী, ২০২০, শনিবার

দুপুর ২টা - বিকেল ৪টা ঃ যেমন খুশি সাজো প্রতিযোগিতা (পৌরাণিক চরিত্র)।
বিকাল ৪টা - ৪.৩০টা ঃ জয়বন্দনা ও সংকীর্তন।
বিকাল ৪.৩০টা - ৭টা ঃ জাতীয় আলোচনা সভা। **(বিষয় ঃ চৈতন্য-ভাবিত বর্তমান সমাজ ও সাহিত্য)।**
সন্ধ্যা ৭টা - রাত্রি ৮টা ঃ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

১৬ই ফেব্রুয়ারী, ২০২০, রবিবার

বিকাল ৩.৩০টা - সন্ধ্যা ৫টা ঃ জয়বন্দনা ও সংকীর্তন।
সন্ধ্যা ৫টা - ৬টা ঃ সমাপ্তি অধিবেশন।
রাত্রি ৬টা - ৭টা ঃ পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠান।
রাত্রি ৭টা - ৮টা ঃ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

শ্রীগোদ্রুম মঠে শ্রীদশমূল শিক্ষা ও প্রীতি সন্দর্ভ গ্রন্থের আলোচনা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সংগ্রাহক—রুক্মিণী দাসী, গোদ্রুম

"যত্রানুরক্তাঃ সহসৈব ধীরা
ব্যাপোহ্য দেহাদিষু সঙ্গমূঢ়ম্।
ব্রজন্তি তৎ পারমহংস্যমন্ত্যং
যস্মিন্নহিংসোপশমঃ স্বধর্মঃ ॥"

(ভাঃ ১।১৮।২২)

প্রীতির উদয় অবস্থার দুইটি ক্রম—

১) প্রথম উদয়াবস্থা—এ অবস্থায় অন্যাসক্তি নষ্ট প্রায় অবস্থা।

২) প্রকটোদয় অবস্থা—অন্যাসক্তি থাকে না, এখান থেকেই প্রীতির সম্পূর্ণ আবির্ভাব শুরু হয়। প্রীতির প্রকটোদয় অবস্থায় সাধকের চারটি লক্ষণ দেখা যায় যা প্রহ্লাদ মহারাজের মধ্যে দেখা গিয়েছিল।

* সর্বদা ভগবদ্ আবেশ।

* আবেশের স্থায়িত্ব কোন অবস্থাতেই ধ্বংস হয় না।

* পরমানন্দ পূর্ণতা, নৈরাশ্য আসবে না

* নিজ সঙ্গের দ্বারা অন্যের মধ্যে সেই আনন্দ বিস্তারের ক্ষমতা। প্রীতির প্রকটোদয় অবস্থায় সাধক জীবের তিনটি অবস্থা দেখা যায়। জীবোন্মুক্ত অবস্থা যাদের—স্বরূপাবস্থায় স্থিতিলাভ হয়েছে, দেহ অধ্যাস থেকে উপরতি হয়েছে তারা সাধক শরীরে থেকেও মুক্ত হতে পারেন।

পরম মুক্ত—যারা সাধনের দ্বারা পার্ষদতা প্রাপ্ত হয়েছেন।

নিত্য মুক্ত—নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণ, এঁনারা কোন বিশেষ ভগবদ্ সেবার জন্য গোলক থেকে অবতরণ করেন।

কৃষ্ণ স্বরূপের যেখানে আবির্ভাব সেখানে প্রীতির পূর্ণ আবির্ভাব। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীপাদ ভাগবতের কোন টীকায় প্রীতির সংজ্ঞা দিয়েছেন—

"সর্ব্বথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে।
যদ্ভাববন্ধনং যূনো স প্রেমা পরিকীর্ত্তিতঃ ॥"

ধ্বংসের কারণ উপস্থিত হলেও প্রীতি ধ্বংস হয় না। আবার ভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে বলেছেন—

"সম্যঙ্মসৃণিতস্বান্তো মমতাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে ॥"

(ভঃ রঃ সিঃ ১।৪।৮)

সম্যগ্ভাবে মসৃণ হৃদয়, কৃষ্ণে অতিশয় মমতাযুক্ত এবং ভাব এর গাঢ়তায় প্রেম উৎপন্ন হয়। যেখানে ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা মাধুর্য্যের মুখ্যতা রয়েছে। কৃষ্ণ প্রীতিতে জন্য-জনকত্ব নেই। কৃষ্ণ স্বয়ং আকর্ষক এবং তাঁর দ্বারা আকর্ষিত হয়ে যারা প্রীতি করছেন তাদের সম্পূর্ণ প্রীতি। ভগবদ্ প্রীতির গতি অখণ্ডা এবং প্রীতির অবলম্বনের আবির্ভাবের তারতম্য বিচারে প্রীতি কম বেশী হয়। প্রীতির পূর্ণ আবির্ভাব ভগবত্তার পূর্ণ বিকাশ, ভগবত্তার আংশিক বিকাশে প্রীতির আংশিক বিকাশ এবং প্রীতির পূর্ণতম আবির্ভাব শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবতা।

ভক্তচিত্তের সংস্কার ও ভক্তের অভিমান বিশেষে দুই প্রকার প্রীতির তারতম্য ও ভেদ। রতি, প্রেম, প্রণয়, মান, স্নেহ, রাগ, অনুরাগ, মহাভাব এই আট প্রকার ভক্তচিত্তের সংস্কার। ভক্তের অভিমান পাঁচ প্রকার—যথা-শান্ত (ইষ্টে নিষ্ঠা), দাস্য (ইষ্টে নিষ্ঠা ও সেবন ধর্ম) সখ্য (ইষ্টে নিষ্ঠা, সেবন ধর্ম ও বিশ্বাস), বাৎসল্য (ইস্টে নিষ্ঠা ও সেবন ধম ও বিশ্বাস ও মমতাধিক্য) এবং মধুর এ উক্ত চারটি গুণ এবং অতিরিক্ত সর্বাঙ্গ দ্বারা সেবা।

ভগবানের স্বভাব বিশেষের আবির্ভাব—তিনি অনুকম্পা করেন ভক্তগণকে সেবা সৌভাগ্য দানের দ্বারা। পাল্যত্ব, ভৃত্যত্ত্ব ও লাল্যত্ব এই তিনভাবে অনুকম্পা করে ভক্তের প্রতি। দ্বারকায় প্রজাদের প্রতি পাল্যত্ব ভাব ও প্রজাগণের ভগবানে পালক ভাব। ভৃত্যগণের মধ্যে সম্ভ্রম প্রীতি এবং প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ আদি পুত্র পৌত্রগণের প্রতি লালন প্রবৃত্তি।

কৃষ্ণেতে আরও একটি প্রীতি রয়েছে যাকে সাধারণ প্রীতি বা তটস্থা বা সামান্যা প্রীতি বলা হয়। সাধারণ প্রীতিতে শান্ত, দাস্যাদি ভাব নেই এবং কৃষ্ণেতে মমতাশূন্য।

গোপগণের প্রীতির বৈশিষ্ট্যঃ—

শ্রীল জীব গোস্বামীপাদ তাঁর প্রীতিসন্দর্ভ গ্রন্থে ব্যক্ত করেছেন যে—

১) শ্রীকৃষ্ণের পরম মাধুর্য্য সম্যগরূপে অনুভব করবার স্বভাব বিশিষ্ট। ব্রজের গোপগণ সর্বদা কৃষ্ণের নাম রূপ গুণ লীলার মাধুর্য্য আস্বাদন করবার জন্য লোলুপ।

২) ঐশ্বর্য্য জ্ঞান বা সংকোচ বুদ্ধি দ্বারা তাঁদের কৃষ্ণের মাধুর্য্য

Registered : KOL RMS/35/2016-2018

Date of Publication on 02/01/2020

PRINTED and PUBLISHED by Sri B. N. Nyasi Maharaj on Behalf of Gaudiya Mission Printed at Sri Bhagabat Press, 16A, Kali Prasad Chakraborty Street, Baghbazar, Kolkata - 700 003, and Published from 16A, Kali Prasad Chakraborty Street, Kolkata - 700 003.
Editor : Sri B. B. Parjatak Maharaj
R.N.I - 24718/73

SRI BHAKTIPATRA
PRINTED RELIGIOUS BOOK

এ বৎসরের প্রকাশিত নতুন গ্রন্থাবলী

(১) গৌড়ীয় মঠাশ্রিত গৃহস্থ। (২) চৈতন্য শিক্ষামৃত (৩) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (৪) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (ইংরাজী) (৫) সাধক মৌলিরত্ন (৬) ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ (৭) শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলাস্তবঃ (৮) গুরুমহারাজের হরিকথা ২য় খণ্ড ৯) গুরুমহারাজের হরিকথা ৩য় খণ্ড। ১০) শ্রীচৈতন্যভাগবত (পয়ার) ১১) শ্রীলগুরুগোস্বামী ঠাকুরের প্রবন্ধাবলী ১২) শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ১৩) আমার প্রভুর কথা ১৪) গোলোকের পথে ১৫) শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুর ১৬) ভাষাভাগবত (তৃতীয় স্কন্ধ)। হিন্দি (১) ক্ষিরচোরা গোপীনাথ চরিতামৃত (২) উপাখ্যান মে উপদেশ, ২য় খণ্ড ৩) ভজনগীত (৪) উপদেশামৃত (৫) শ্রীল প্রভুপাদ শীঘ্র সংগ্রহ করুন।

বিঃ দ্রঃ- নতুন শ্রীমদ্ভাগবতম্ ২০ শতাংশ ছাড়ে দেওয়া হইতেছে। অতি শীঘ্র সংগ্রহ করুন।

নিয়মাবলী

১। শ্রীভক্তি-পত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা। বৎসরের ১২ সংখ্যায় প্রকাশিত হইবেন। শ্রীকৃষ্ণ-জয়ন্তীর দিন হইতে বৎসরারম্ভ।

২। শ্রীভক্তি-পত্রের বার্ষিক ভিক্ষা ৮০.০০ (আশি টাকা) মাত্র এবং উহা অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যার ভিক্ষা ৭.০০ (সাত টাকা মাত্র)।

৩। বৎসরের যে কোন সময় হইতে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হওয়া যায়। গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত থাকিতে অনিচ্ছুক হইলে দুইমাস পূর্বে সম্পাদককে জানাইতে হইবে।

৪। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই নূতন বৎসরের জন্য ভিক্ষা অগ্রিম পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন।

৫। শ্রীভক্তি-পত্র ইংরাজী মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিবেন ও ফলাফল কার্য্যালয়ে জানাইবেন।

৬। ঠিকানা পরিবর্তন করিলে যথা সময়ে শ্রীভক্তিপত্র কার্য্যালয়ে জানাইবেন। পত্রাদি ব্যবহারের সময় গ্রাহক নং উল্লেখ করিবেন।

৭। শ্রীভক্তি-পত্রে প্রকাশের জন্য প্রবন্ধাদি নকল রাখিয়া পাঠাইবেন। অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রয়োজনবোধে লেখার কিছু অদল বদল গ্রাহ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৮। পত্রোত্তর পাইতে হইলে প্রায়োজনীয় ডাক টিকিট পাঠাইবেন অথবা রিপ্লাই পোষ্টকার্ডে লিখিবেন।

৯। শ্রীভক্তি-পত্রের ভিক্ষা ও পত্রাদি সরাসরি শ্রীভক্তি-পত্রের কার্য্যালয়ে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন, অন্যথায় ভিক্ষাদির অপ্রাপ্তি বিষয়ে কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকিবেন না।

Address :
In-Charge,
Sri Bhaktipatra Office
Gaudiya Mission
16A, Kaliprasad Chakraborty Street
Baghbazar, Kolkata - 700 003
Mob. : 9903615586, 8420692952
E-mail : gaudiya@gaudiyamission.org
Visit us : www.gaudiyamission.org